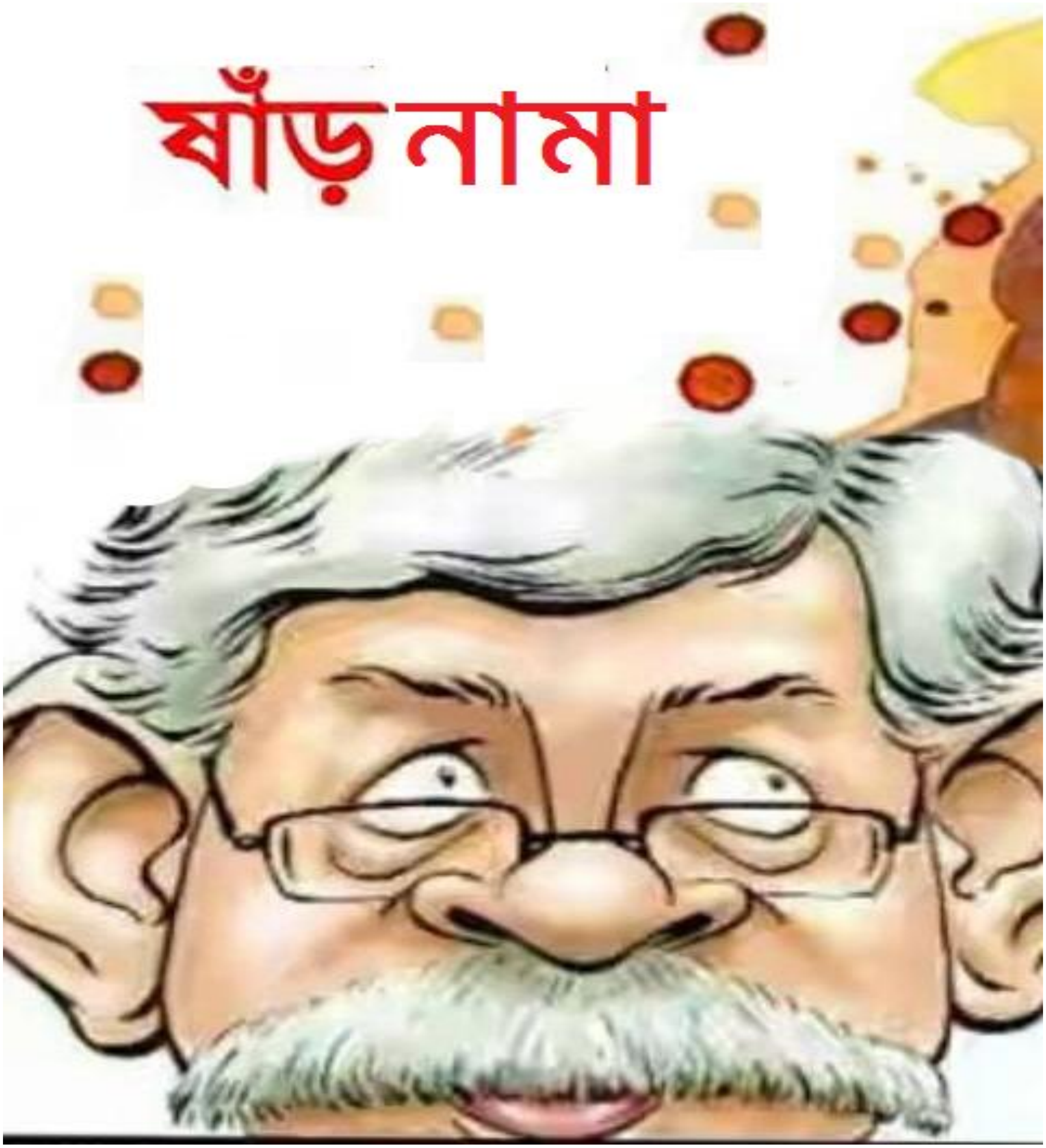

লেখক যারাঃ আরিফ আজাদ, শরীফ আবু হায়াত অপু, মুজাহিদ রাসেল, ইবনে মুকতার, তানভির আহমেদ আরজেল, আরমান ইবনে সোলাইমান।

"তোমরা যারা জাফর ইকবালের অন্ধ অনুসরণ করো"

লেখকঃ ইবনে মুকতার

২১ ডিসেম্বর,২০১৩।

শুরুতেই গণিত অলিম্পিয়াড ও সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির মতো আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং অবশ্যই উনি এইক্ষেত্রে ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার।

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা ছোটবেলা থেকে যার বই পড়ে বড় হয়,যার বইয়ের প্রতিটি কথা তাদের মননে গেঁথে যায় তিনি হলেন জাফর ইকবাল। আমি নিজেও স্কুল লাইফে থাকার সময় টেক্সট বইয়ের উপরে তার বই রেখে পড়তাম। আম্মু আসলেই লুকিয়ে টেক্সট বই পড়ার ভান করতাম। এতো সুন্দর করে লিখার ক্ষমতা তার এক বই পড়া শেষ হলেই আরেক বই পড়তে ইচ্ছা করে। এমন কোন ছেলে-মেয়ে পাওয়া যাবে না যে তার লিখা বই না পড়ে বড় হয়েছে। সমকালীন সকল লেখকের মধ্যে কিশোর বয়সীদের উপর তার আধিপত্য শীর্ষে। কলেজ লাইফে থাকাকালিন একদিন মসজিদের ইমাম হুজুর কুরআনের তাফসির

করার সময় কথা প্রসঙ্গে বললেন আজকের ছেলে-মেয়েরা কুরআন হাদিস পড়ার পরিবর্তে হুমায়ুন আজাদ,জাফর ইকবালদের বই পড়ে ছোটবেলা থেকেই ব্রেইনওয়াশড হয়ে বড় হচ্ছে। পরে হুজুরের সাথে এই ব্যাপারে কথা বললে উনি আমাকে বিস্তারিত বলেন।কিন্তু আমার মাথায় কোনভাবেই ঢুকে না যে জাফর ইকবালের মতো একজন মানুষ কিভাবে ইসলামবিদ্বেষী হতে পারেন।

তার বইয়ে তো ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছুই বলা নেই তারপরও কেন তার বিরোধিতা করা হয়????

বছর দু’য়েক ধরে প্রথম আলোতে লিখা তার কলামগুলো মনযোগ দিয়ে পড়া শুরু করি। সত্যিই তার মতো ধূর্ত মানুষ বাংলাদেশে একটিও আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। **কলমের খোঁচায় এতো নিপুণভাবে হিজাবের বিরোধিতা,দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবীকে রাজাকারের প্রতীক এবং দুষ্ট লোকের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন খুব কম লেখকের পক্ষে লিখাই সম্ভব।** এমনভাবে লিখে যে “সাপও যেন মরে লাঠিও যেন না ভাঙে” ধাঁচের! উনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন,তরুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে বলেন অথচ যুদ্ধের সময় তিনি একজন তরুণ

ছিলেন কিন্তু যুদ্ধে কেন যাননি তার জবাব তরুণ প্রজন্ম কখনই পাবে কিনা সন্দেহ। চেতনার আড়ালে উনি উনার সায়েন্স ফিকশন+গল্পের বইগুলোতে দাড়ি-টুপি-হিজাব সম্পর্কে কিশোর বয়স থেকেই এক ধরণের নেগেটিভ ধারণা তৈরি করে চলেছেন।

তার লিখা কিছু বইয়ের উদাহরণ দিলাম।

বইয়ের নামঃ জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়

লেখকঃ মুহম্মদ (মোহাম্মাদ না কিন্তু) জাফর ইকবাল

একুশে বইমেলা ৯৫-তে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

বইয়ের প্রধান চরিত্র ও গল্পকথক বার বছরের মুনিরের বাবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই শিশুদের জন্য লেখা বইয়ে বর্ণনা করা হয়েছে তা হল,

মুনিরের বাবা

১-নিয়মিত নামায পড়েন। কখনো নামায ক্বাযা করেন না।

২-তার থুতনিতে এক গোছা দাড়ি আছে। এই কারণে তাকে পশু মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

৩- সন্তানদের পিটিয়ে খুব মজা পান। তাই কোন দোষ না পাওয়া গেলেও নিজ সন্তানদের প্রচণ্ড মারধর করেন।

৪-ওষুধের কোম্পানিতে চাকরী করেন। সেখান থেকে ওষুধ চুরি করেন আর ভেজাল ওষুধের ব্যবসা করেন।

৫- সন্তানদের 'শুওরের বাচ্ছা' এবং 'হারামজাদা' ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকেন না।

৬- নিয়মিত সুর করে কোরআন তেলাওয়াত করেন।

এই লেখাগুলো বইয়ের পাঁচ থেকে আট নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে।

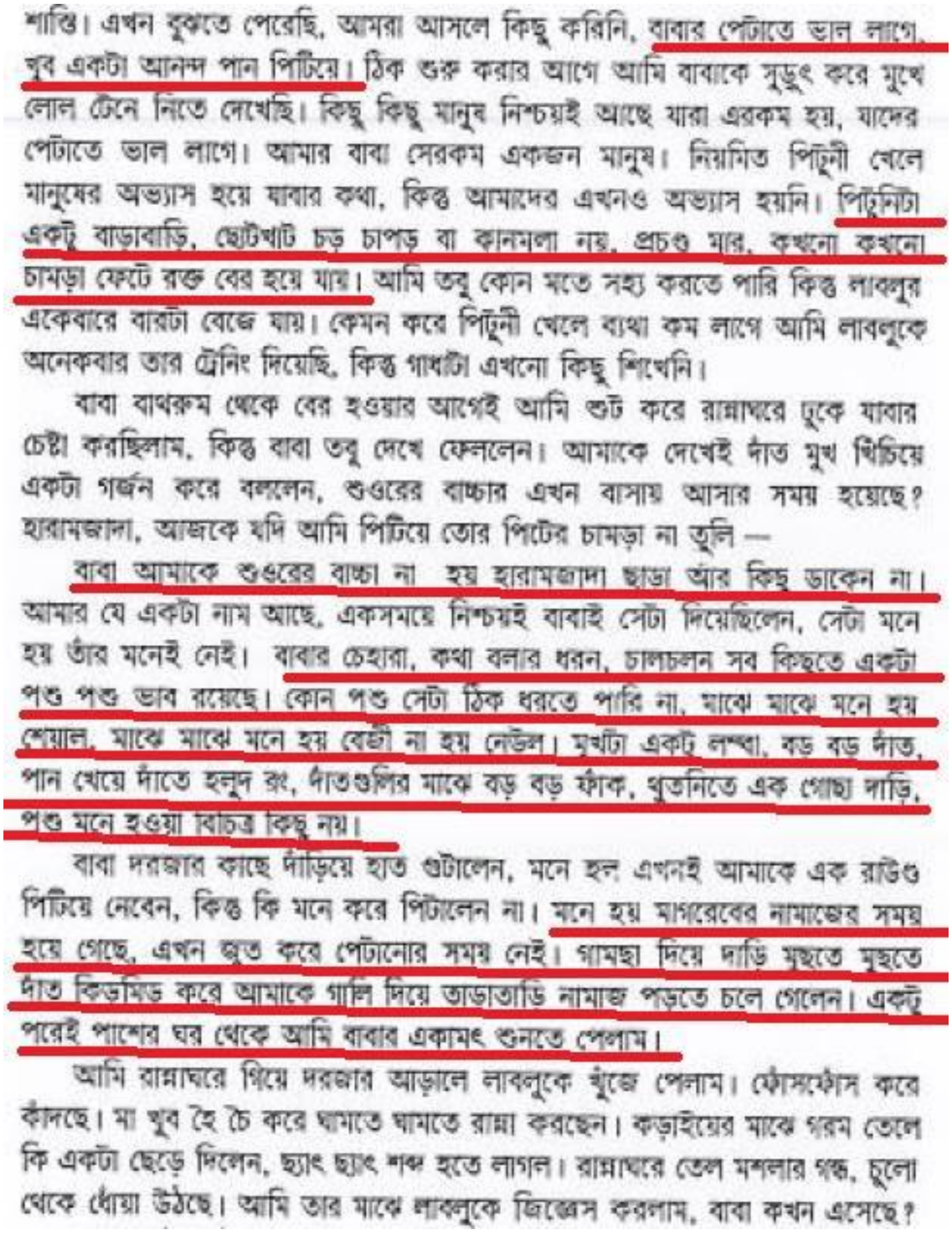

শাস্তি। এখন বুঝতে পেরেছি, আমরা আসলে কিছু করিনি, বাবার পেটাতে ভাল লাগে, খুব একটা আনন্দ পান পিটিয়ে। ঠিক শুরু করার আগে আমি বাবাকে সুড়ুৎ করে মুখে লোল টেনে নিতে দেখেছি। কিছু কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছে যারা এরকম হয়, যাদের পেটাতে ভাল লাগে। আমার বাবা সেরকম একজন মানুষ। নিয়মিত পিটুনী খেলে মানুষের অভ্যাস হয়ে যাবার কথা, কিন্তু আমাদের এখনও অভ্যাস হয়নি। পিটুনিটা একটু বাড়াবাড়ি, ছোটখাট চড় চাপড় বা কানমলা নয়, প্রচণ্ড মার, কখনো কখনো চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। আমি তবু কোন মতে সহ্য করতে পারি কিন্তু লাবলুর একেবারে বারটা বেজে যায়। কেমন করে পিটুনী খেলে ব্যথা কম লাগে আমি লাবলুকে অনেকবার তার ট্রেনিং দিয়েছি, কিন্তু গাধাটা এখনো কিছু শিখেনি।

বাবা বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগেই আমি শুট করে রান্নাঘরে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বাবা তবু দেখে ফেললেন। আমাকে দেখেই দাঁত মুখ খিচিয়ে একটা গর্জন করে বললেন, শুওরের বাচ্চার এখন বাসায় আসার সময় হয়েছে? হারামজাদা, আজকে যদি আমি পিটিয়ে তোর পিঠের চামড়া না তুলি —

বাবা আমাকে শুওরের বাচ্চা না হয় হারামজাদা ছাড়া আর কিছু ডাকেন না। আমার যে একটা নাম আছে, একসময়ে নিশ্চয়ই বাবাই সেটা দিয়েছিলেন, সেটা মনে হয় তাঁর মনেই নেই। বাবার চেহারা, কথা বলার ধরন, চালচলন সব কিছুতে একটা পশু পশু ভাব রয়েছে। কোন পশু সেটা ঠিক ধরতে পারি না, মাঝে মাঝে মনে হয় শেয়াল, মাঝে মাঝে মনে হয় বেজী না হয় নেউল। মুখটা একটু লম্বা, বড় বড় দাঁত, পান খেয়ে দাঁতে হলুদ রং, দাঁতগুলির মাঝে বড় বড় ফাঁক, থুতনিতে এক গোছা দাড়ি, পশু মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত গুটালেন, মনে হল এখনই আমাকে এক রাউণ্ড পিটিয়ে নেবেন, কিন্তু কি মনে করে পিটালেন না। মনে হয় মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে গেছে, এখন ধুত করে পেটানোর সময় নেই। গামছা দিয়ে দাড়ি মুছতে মুছতে দাঁত কিড়মিড় করে আমাকে গালি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে চলে গেলেন। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আমি বাবার একামৎ শুনতে পেলাম।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে দরজার আড়ালে লাবলুকে খুঁজে পেলাম। ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। মা খুব হৈ চৈ করে ঘামতে ঘামতে রান্না করছেন। কড়াইয়ের মাঝে গরম তেলে কি একটা ছেড়ে দিলেন, ছ্যাং ছ্যাং শব্দ হতে লাগল। রান্নাঘরে তেল মশলার গন্ধ, চুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমি তার মাঝে লাবলুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কখন এসেছে?

এই বইয়ের ডাউনলোড লিঙ্ক এখানে (নিজের চোখে পড়ে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/5417937/PDFs/Muhammed%20Zafar%20Iqbal/Jarun%20Chowdhurir%20Manikjor.pdf

“দুষ্টু ছেলের দল” বইয়ের কিছু অংশ তুলে ধরলাম--

“ওরা দল বেধে যাচ্ছে, সবার থেকে একটু পিছনে আরিফ। ও সব সময়ই এরকম, দলের ভেতর থেকেও দলছাড়া, ওর হাতে একটি ছোট লাঠি, সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছে। হঠাত কী মনে পড়ায় এগিয়ে এসে বলল,মানুষকে সালাম দিলে কয় নেকী জানিস? ওকে ঠাট্টা করে ফজলু বলল, কয় নেকী? আরিফ তার তোতলামো নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় কখনো কিছু মনে করেনা। তাই না ক্ষেপে গম্ভীর গলায় বলল, বিশ নেকী। তুই কীভাবে জানিস? আমাদের বা-বাসায় পিছনে মাইকে ওয়াজ হয়, সেখানে মৌলভী সাহেব বলেছেন। ফজলুর সব কিছুতেই ঠাট্টা, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। এক নিশ্বাসে সবাইকে সালাম দিয়ে বুক ঠুকে বলল, আমার পাঁচ কুড়ি একশ নেকী হয়ে গেল!কত নেকী হলে বেহেস্তে যাওয়া যায়রে? আরিফ সেটা বলতে পারল না। ওয়াজে বলা হয়নি। ফজলুরের বুদ্ধিটা অবশ্য খারাপ না, একবার সংখ্যাটা জেনে নিলে শুধু মানুষকে সালাম দিয়েই বেহেস্তে যাওয়া যেত, কষ্ট করে আর নামাজ রোজা করতে হত না।”

আরও কিছু বইয়ের রেফারেন্স দিলাম। নিজ দায়িত্বে যাচাই করে নিবেন আশা করি।

-বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর (ধার্মিক লোকটাকে খচ্চর-গোয়ার-দুষ্ট হিসেবে উপস্থাপন)

-আমার বন্ধু রাশেদ (হিজাব বিরোধীতা,রাজাকারের চরিত্রে দাড়িওয়ালা-পাঞ্জাবী-টুপি পরা)

-সায়রা সায়েন্টিস্ট (হুজুর বন্ধু যা বলবে তার উল্টা কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে)

-রাজু ও আগুনালির ভূত (ভিলেন হলেন জোব্বা পরা-দাড়ি-টুপি ধারী হুজুর)

-বুবুনের বাবা (ভিলেন হল দাড়িওয়ালা-টুপি-জোব্বা পরা)

-টি-রেক্সের সন্ধানে (এই বইতে সরাসরি খোদা নেই,খোদার উপরে বিশ্বাস নেই বলেই উল্লেখ করা হয়েছে,নামাজ পড়লেও কাজ হবে কিনা সন্দেহ তুলে ধরা হয়েছে)

এভাবে তার "প্রায়" প্রত্যেক বইতে ভিলেন হচ্ছে দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবী পরা লোকেরা। আর প্রথম আলোতে বিভিন্ন সময় লিখা তার কলামগুলো তো আছেই যেখানে হিজাবের বিরুদ্ধে উনার চুলকানি সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। (লিঙ্ক চেয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না আশা করি!)

নাটক ও সিনেমায় ইসলামকে ব্যঙ্গঃ

--

“বৃষ্টি ও তার ভয়াবহ নানা” গল্পে নানাকে দেখানো হয়েছে “একজন কুৎসিত কুসংস্কারছন্ন মানুষ, যে কিনা গোড়ালির এক বিঘৎ উপরে লুঙ্গি পরে।”

[গোড়ালির উপরে পোশাক পরা রাসুল(সঃ) এর সুন্নাত]

--

“ভুতের বাচ্চা সোলায়মান” নাটকের ভিলেন(দবির চাচা)একজন সৌদি ফেরত দাঁড়ি ও সৌদি পোশাক পড়া লোক। তিনি বাচ্চাদের একেবারে পছন্দ করেন না, সারাদিন হিন্দি গান দেখেন এবং একপর্যায়ে সোলায়মানকে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সন্ত্রাসীদের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়।

--

“শান্তা পরিবার” নাটকে দুটো ভিলেন ক্যারেক্টার। একজন হলেন রাঙ্গা ফুপু নামক একজন বয়স্কা মহিলা, তিনি যখন বাচ্চাদেরকে প্লেট পরিস্কার করে খেতে বলেন (খাবার নষ্ট না করা, যা কিনা রাসুল(সঃ)এর সুন্নত) তখন বাচ্চারা তাকে নিয়ে খুবই হাসাহাসি করে। অপরজন হলেন বয়স্ক ভদ্রলোক আফতাব চাচা (টুপি, পাঞ্জাবী ও পায়জামা পড়া), তিনি দান-খয়রাত নিয়ে “হাস্যকর” কথা বলেন এবং খুবই ছোট মনের “সাম্প্রদায়িক”!(বাচ্চাদের দৃষ্টিতে উপস্থাপিত)। বাচ্চাদের হাতে এই দুই ব্যক্তিকেই অনেক নাজেহাল হয়ে বাসা ছাড়তে হয়। অবাক ব্যাপার হল, এই একই নাটকে সাইদ ভাই (বেয়াদব টাইপের ভ্যাগাবন্ড ছেলে) কেও অনেক বেশী পজেটিভ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই দুই ভিলেন ক্যারেক্টারের চাইতে।

--

“আমার বন্ধু রাশেদ” সিনেমার সব রাজাকাররা পাঞ্জাবী ও টুপি পরে এবং অধিকাংশের মুখে দাঁড়ি ও কপালে অধিক নামাজ পড়ার ফলে তৈরি কালো দাগ। মজার ব্যাপার হল, শফিক ভাই (নায়ক) যখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিবে তার আগে সে ক্যামোফ্লাজ

নিতে দাঁড়ি গজিয়ে বসে বসে নামাজ শিক্ষা বই থেকে "আত্তাহিয়্যাতু"

মুখস্ত করছে। ইবু যখন তার সাথে দেখা করতে আসলো তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করে, "মুসলমানের কালেমা কয়টা জানিস?"এক পর্যায়ে শফিক ভাই মাথায় টুপি দিয়ে ইবুকে জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কেমন লাগছে?" ইবু বলল, "আমাদের স্কুলের দপ্তরির মত"। উত্তরে শফিক ভাই বলল, "দূর বোকা! আমি হচ্ছি তালেবুল এলেম, মাদ্রাসার ছাত্র"! সিনেমার প্রায় শেষের দিকে ইবু আর তরু আপাদের ফ্যামিলি শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। যাত্রার এক পর্যায়ে যখন নৌকার মাঝি বলল, "আর ভয় নাই, এই গ্রামে মিলিটারিরা ঢোকে না, এই গ্রামে সব জয় বাংলা"। তখন তরু আপা (নায়িকা) খুশীতে আত্মহারা হয়ে তার বোরকা আর হিজাব খুলে ফেললো! সে কি পালানোর জন্য/লোকদেখানোর জন্য বোরকা আর হিজাব পরেছিল?" । তাহলে বাইরের লোকদের সামনে হিজাব খুলে ফেললো কেন?

যখন রাজাকার আজরফ আলি রাশেদকে "পাকিস্থান জিন্দাবাদ" বলতে বলল, কিন্তু রাশেদ "জয় বাংলা" বলাতে তাকে গুলি করলো। তারপর রাশেদকে কালেমা পড়তে বলায় সে না পড়েই মারা গেল।

মৃত্যুর পূর্বে তার কাছে কালেমা বলার চেয়ে “জয় বাংলা” বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কতো সুক্ষভাবে বুরকা, হিজাব, কালেমা, টুপিকে ব্যঙ্গ করা। সত্যিই এমন জঘন্য কাজ করতেও যোগ্যতা থাকা লাগে। যা জাফর ইকবালের কাছে আছে।

এইভাবেই পিচ্চিকাল থেকেই মগজ ধোলাই হচ্ছি আমরা!

যেসব তরুণরা আজকে ইসলামি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কথা বলে তারাই তার বই পড়ে এবং অন্তরে ধারণ করে গড়ে উঠা আজকের কথিত “নতুন প্রজন্ম” দাবিদার। এখনই সময় আমাদের ছোট ভাইবোনদের এইসব ইসলামবিদ্বেষী লেখকদের বই পড়া থেকে বিরত রাখা।

মনে রাখবেন এদের বই পড়ে সামান্য জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে আপনার আমার ভাইবোন যেন ইসলামি বিধিবিধানকে অবজ্ঞা করতে না শিখে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সহিহ বুঝ দান

করুন এবং ইসলাম বিরোধী সকল ফিতনা থেকে হিফাজত করুন।আমিন।

বইয়ের রেফারেন্সগুলো সংগৃহীত, পরিমার্জিত ও সত্যায়িত।

জাফর ইকবাল স্যার সমীপেষু,

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

১৫ নভেম্বর, ২০১১।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

কৃপণ হিসেবে আমার একটা বদনাম আছে। ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র থাকাবস্থায় সোবহানবাগ থেকে কার্জন হল অবধি সাইকেল চালিয়ে যেতাম বলে বন্ধুরা এ মর্মে নির্দোষ টিটকারি মারত যে আমি যেন সাইকেলের বদলে রিকশা চালিয়ে যাই; এতে আমার ভার্সিটি যাওয়ার খরচ তো বাঁচবেই সাথে দু'পয়সা কামাইও হবে। বিদ্রুপ বন্ধুত্বসুলভ হলেও দাগ কিন্তু মনে একটু কাটেই। এই আমি যখন মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের "তোমাদের প্রশ্ন আমার উত্তর"- পড়লাম তখন সেই সব দাগ মুছে অহংকারের আল্পনা আঁকলাম মনে – আমার ছোট বেলার হিরো সাইকেল চালিয়ে কার্জন হলে যেত, আমিও যাই – বড় হয়ে আমি নিশ্চয়ই তার মত হতে পারব! আমার এ হিরোভক্তি নিয়েও কথা শুনতে হয়েছে – আমরা নাকি জাফর ইকবাল জেনারেশন – তার মত লেখার চেষ্টা করি, তার মত করে কথা বলি। কথাটা সত্য বিধায় খারাপ লাগলেও আপত্তি করিনি।

আমার হিরোর অবস্থান থেকে জাফর ইকবাল স্যারের পতন শুরু হয় একটা সাক্ষাতকার পড়ার পর থেকে। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন "মানুষের উৎপত্তি ক্রমবিবর্তন থেকে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত ধ্রুব সত্য" লেব্বাবা! আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র হিসেবে ক্রমবিবর্তন নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেও তো কোন বড়

মাপের বিজ্ঞানীকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ দিতে দেখলাম না। এরপর স্যারের আরো সব আচরণে খটকা বাড়তেই থাকল। উনাকে মেইল করলাম – স্যার, আমি অধম আপনার বড় ভক্ত। আমার কটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন দয়া করে –

১. আপনি কি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করেন?

২. মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত রসুল হিসেবে বিশ্বাস করেন?

৩. পরকালে সব কিছুর হিসাব নিকেশ হবে এটা মানেন?

তিনি আমার মেইলের উত্তরে বললেন তোমার যা খুশি ভেবে নাও। আমি তাজ্জব হয়ে উত্তর দিলাম – হ্যা না তো কিছু বলুন, আপনি যেটা সত্য মনে করেন সেটা স্বীকার করতে আপত্তি কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন "আই লাভ হেট মেইলস, আই হ্যাভ আ লার্জ কালেকশন অফ দেম" যাচ্চলে! এটাই আমার আশৈশবলালিত মহাপুরুষের আসল চেহারা? এরপরে পদে পদে তার আদর্শের প্রতি আমার মনে ঘৃণা তৈরী হয়েছে, তিনি যা কিছু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তার মোহনী লেখনীর মাধ্যমে - তার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। ইসলামবিরোধীতাকে যারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে তার মধ্যে প্রথম আলো অন্যতম। সেখানে জাফর ইকবাল স্যারের সাম্প্রতিক লেখাটা পড়ে মনে হল তিনি তার মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। ইসলামের ব্যাপারে তার যে চরম আপত্তি আছে সেটা বলার সৎ সাহস তিনি অর্জন করেছেন। তিনি আমার এ খোলা চিঠির উত্তর দেবেন এত বড় আশা করি না, কিন্তু তার বিবেকে যদি ন্যূনতম সৌজন্যতাবোধ অবশিষ্ট থাকে তবে হয়ত তিনি এ লেখাটা পড়ে একবার ভেবে দেখবেন -

১.

স্যার, ফতুয়া পড়া মেয়ে বিজ্ঞাপনের সুবাদে তরুন প্রজন্মের প্রতিচ্ছবি হল, আর যে মেয়েটা নিজেকে গুনহীন পণ্যের মত বিক্রি করতে চাইল না সে হল ঘরে বন্দী? কখনও

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কোন মুসলিমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন সে কেন পর্দা করে? আমার স্ত্রী মুসলিম হবার পরে তার বিধর্মী মায়ের বাসায় পর্দা না করে যাবার চাইতে না যাওয়াই বেছে নিয়েছিল। আমাকে বোঝাতে পারবেন কেন সে জন্মদাত্রী মায়ের চেয়ে এই পর্দাকে অগ্রাধিকার দিল? ইসলামের প্রতি কতটা ভালবাসা থাকলে নিজের মায়ের ভালবাসাকে উপেক্ষা করা যায়? একজন মানুষের ভালোবাসাকে অপমান করার অধিকার আপনাকে কে দিল? আপনি তো আমাদের ছোটবেলা থেকে কেবল ঘৃণা করে শিখিয়েছেন, ভালোবাসার মূল্য আপনি কি বুঝবেন? পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৭১ যা করেছিল সেই জন্য যদি সে সময়ে জন্ম না নেয়া পাকিস্তানীদেরও ঘৃণা করতে হয় তাহলে তো বাংলাদেশের মানুষ যত বাংলাদেশীকে মেরেছে সে কারণে সব বাংলাদেশীদেরও আমাদের ঘৃণা করতে হবে? কবে শেষ হবে এই ঘৃণার শৃঙ্খল বিক্রিয়া? যারা অপরাধ করেছিল তাদের তো আপনারা কিছু করতে পারেননি, সসম্মানে দেশে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রজন্মে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে আসলে কি আপনাদের ব্যর্থতার দায় মিটবে?

দুঃখিত স্যার, আমরা আপনার এই ঘৃণা-ব্যবসায় সঙ্গ দেব না। সৌদি আরবে বিচার করে দেয়া মৃত্যুদন্ডকে ‘হত্যাকান্ড’ বলা আমরা মেনে নেব না। কারণ যেদিন ১৬ বছরের আবদুর রহমান আল আওলাকিকে তার ১৭ বছরের ভাই সহ ড্রোন বিমান থেকে মিসাইল ছুড়ে মারা হয়েছিল সেটাকে আপনার হত্যাকান্ড মনে হয়নি। ফেলানিকে যখন মেরে কাটাতারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সেটাকে আপনার নিষ্ঠুর মনে হয়নি। যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে তাকে আমরা ভাই মনে করি। বাংলাদেশী মুসলিম যেমন আমার ভাই, আমেরিকান মুসলিম যেমন আমার ভাই, পাকিস্তানী মুসলিমও আমার ভাই, সৌদি মুসলিমও আমার ভাই। পাকিস্তানীরা বর্বর, সৌদিরা নিষ্ঠুর - এই ঘৃণার বীজ আমরা বুক থেকে বের করে ফেলেছি। আমাদের ভালবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে, তাকে খুশী করার জন্য। এই ভালোবাসা কি যারা বুঝতে পেরেছে, তারা জানে একদিন এই মুসলিম ভাইরা আমাদের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। ইঙ্গ-মার্কিনীরা আমাদের গ্যাস তুলতে না পারলে আগুনে জালিয়ে দেবে, ভারতীয়রা আমাদের ফারাক্কা-তিস্তা-টিপাইমুখ বাঁধে, ফেনসিডিলের বন্যায় আমাদের তিলে তিলে হত্যা করবে। ওদের কাছে

আগে আপনারা আকাশ বিক্রি করেছিলেন, এখন মাটি বিক্রি করছেন – আমরা কিন্তু ঠিকই বুঝি কে আমাদের ভালোবাসে আর কে আমাদের বাঁশ দেয়! আপনি যাদের ভালোবাসতে বলবেন আমরা তাদের ভালোবাসি না, আমরা বড় হয়েছি স্যার; কে বন্ধু কে শুত্রু সেটা আমরা চিনতে পারছি।

২.

কওমি মাদ্রাসা নিয়ে আপনার মায়াকান্না দেখে আমার শুকনো ঠোঁটে হাসতে গিয়ে রক্ত ঝরেছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে না এবার মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ না দেয়ার পায়তারা ছিল? শেষে মানবিক বিভাগের ভর্তিপরীক্ষায় এক মাদ্রাসা ছাত্র প্রথম হয়ে দেখিয়ে দিল যে মাদ্রাসা শিক্ষার যেটুকু সীমাবদ্ধতা আছে তা আপনার মত মানুষদের উন্নাসিকতার কারণে। শিক্ষার মূল্য আপনি বোঝেন টাকা কামাই করার মানদন্ডে – তাই একটা ছেলের কলা বিক্রিকে আপনার কাছে জীবনের অপচয় মনে হয়। আমার কাছে তাকে পাকা মানুষ মনে হয়, রিকশাওয়ালা তরুণকে খাঁটি মানুষ মনে হয়। এরা নিজেদের শরীরের ঘাম ঝরিয়ে টাকা কামাই করে বাসায় নিয়ে যায়, অভুক্ত ভাই-বোন দের মুখে তুলে দেয়। এরা মগজ বিক্রি করে দেশের ক্ষতি করে না, দেশের মানুষকে অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয় না। সৌদি শ্রমিকদের নিয়ে তো অনেক মায়াকান্না কাঁদলেন – এদের দেশে করার মত কাজের ব্যবস্থা করার তো কোন কথা বললেন না। পরিবার ছেড়ে মানুষ কি বিদেশে গতর খাটে নিজের সুখের জন্য? জানেন দেশে পাঠানো টাকায় সময় আমার ১৬ মাসের ছেলেটাকে দেখার জন্য কতটা হাহাকার মিশে থাকে? আপনারা হিসাব করেন ‘ফরেন রেমিটেন্স’ – আমার স্ত্রীর, আমার মায়ের অশ্রুর দাম আছে আপনাদের কাছে? আমাদের জন্য আপনার কোন স্বপ্ন নেই – আমরা দেশে এসে যেন কিছু করতে পারি সেই ইচ্ছাও নেই। বিদেশে থাকুক, পিএইচডির কামলা খাটুক কিংবা আকাশ-ছোঁয়া দালানের মিস্ত্রী হোক – টাকা পেলেই তো আপনারা খুশি তাই না? সৌদি জল্লাদ এক কোপে কল্লা নামায় কি ভয়াবহ কথা! আপনারা সুশীল কসাই – টাকা কামানোর হাইড্রোলিক প্রেসে চিপে চ্যাপ্টা করে তিলে তিলে মারবেন – এই না হলে সুখের মৃত্যু!

স্যার, পারবেন কখনও আপনার পশ্চিমা শিক্ষার মোড়কটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখতে কেন একটা ছেলে কওমি মাদ্রাসায় যায়? কারণ – দুটো: হয় তাদের বাপেদের সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়ানোরও সামর্থ্য থাকে না, নয়ত তাদের বাবারা চায় তাদের সন্তান আলিম হোক। আলিম মানে কি বোঝেন? যে মানুষকে আল্লাহর পাঠানো জ্ঞান শেখায়। এই জ্ঞান ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটির’ মত কয়েকদিন পর পর হুমকির মুখে পড়ে না, ‘সেন্ট্রাল ডগমা অফ লাইফের’ মত একদিন হঠাৎ উলটো পথে হাঁটা ধরে না। এটা বিবিএ ডিগ্রী না স্যার, যাতে মানুষকে ভুলিয়ে ‘গ্রোথ’ এর কার্ভ উর্ধমুখী রাখতে শেখান হবে। এটা বার-এট-ল না যাতে চোর-ছ্যাচ্চরকে মুক্তি দেয়ার রাস্তা বাতলানো শেখাবে। যেটা পড়লে টাকা আসে না সেটা পরে কি লাভ সেটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। যারা ইসলাম শিখেছে, বুঝেছে তাদের কাছে এই দুনিয়ার ব্যাংক ব্যালেন্সের কোন দাম নেই – এরা টাকা কামাই করার মেশিনের জায়গা থেকে মানুষের পর্যায়ে উঠতে পেরেছে। ইসলাম শেখা আর শেখানোর জন্য যে মানুষগুলো নিজেদের জীবনের পার্থিব সুখ-স্বচ্ছলতাকে পরিত্যাগ করল তাদের অপমান করার অধিকার কে দিল আপনাকে?

৩.

স্যার, অর্থনীতিতে শ্রমবন্টনের কথা পড়েছেন নিশ্চয়ই। আমাদের দেহের কোষ আর টিস্যুর মত আল্লাহ সমাজেও শ্রমবন্টন করে রেখেছেন সমাজটা যাতে চালু থাকে। মেয়েরা কোমল তারা এক ধরণের কাজ করবে, পুরুষরা রুক্ষ তারা অন্য ধরণের কাজ করবে। গাড়ীর টায়ার থাকবে বাইরে, সে শক্ত রাস্তার ঘর্ষণ সহ্য করবে, টিউব থাকবে ভিতরে – সে টায়ারটাকে ফুলিয়ে সচল রাখবে। টিউব কেন সারাজীবন ভিতরে থাকবে – এই বৈষম্য মানি না বলে সে যদি রাস্তায় নামে তবে কতদূর চলবে গাড়ী? মেয়েরা অবশ্যই শিক্ষিত হবে কিন্তু টাকা কামাই তাকে করতেই হবে এ দিব্যি কে দিয়েছে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কেবল ডিগ্রি নেয়া আর চাকরি করা? আমার স্ত্রী যদি আমার ছেলের সাথে আরো দশটা বাচ্চা পড়ায় আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তাকে কেন আমি শতাব্দী বাসের দমবন্ধ ধাক্কাধাক্কির মধ্যে ঝুলতে ঝুলতে গুলশানে অফিস করতে পাঠাব? সে যে

টাকা কামাই করে আনছে তা যদি ডে-কেয়ার আর রেডিমেড ফুডেই খরচ হয়ে যায় তাহলে লাভটা হল কি? আমার স্ত্রী যদি ব্যাংকে বা মোবাইল কোম্পানীর কাস্টমার কেয়ারে হাজারো অজানা মানুষের সেবা করার চেয়ে তার প্রিয়জনদের সেবা করা বেশী পছন্দ করে তাহলে কেন আমি তাকে ঘরের বাইরে যেতে বাধ্য করব? সামর্থ্যনুযায়ী আমি তাকে ডাল খাওয়ালে সে যদি খুশী থাকে তাহলে আমি প্রতিদিন মাংশ খাওয়ার লোভে কেন নটা-পাঁচটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর দাসীগিরি করতে বাধ্য করব? সে ঘরে থাকবে এটা তার 'চয়েস' – এখানে আপনার এত গাত্রদাহ কেন?

পথে খালি পায়ে বের হলে পায়ে ময়লা লাগে, শক্ত নুড়িকণা পা ক্ষত-বিক্ষত করে। সারা পৃথিবী চামড়ায় না ঢেকে নিজের পাটা জুতোয় পুরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। দেশ স্বাধীন হবার পরে আধুনিকতার জোয়ারে আপনারা সমাজকে যে স্রোতে চালিয়েছেন তাতে আত্মসম্মান রক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় পর্দা করা। একটা মেয়ে এই সরল যুক্তিটা বুঝে নিজেকে ঢেকে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে আপনার পরমতসহিষ্ণুতা হঠাৎ পালিয়ে যায় কেন? আপনাকে কেন আপনার ছাত্রীর চেহারা দেখে চিনতে হবে? চিনলে আপনার কটা পেপার বেশি পাবলিশ হবে? তার গ্রেড কত বাড়বে? সে তো দেহে পর্দা করেছে, মগজে না, তার মেধা দিয়ে তাকে পরিমাপ করতে আপনার কেন এত আপত্তি?

ভাষা আন্দোলনের বোরখার অনুপস্থিতি যদি নারী প্রগতি হয় তাহলে আজ কেন শাড়ির অনুপস্থিতি ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালীত্ব না হয়ে আধুনিকতার চেহারা নিল ? শাড়ি পড়া মেয়েরা আন্দোলন করে যে ভাষা আনল সেটাতে কেন জিন্স-ফতুয়া পড়া মেয়েরা কথা বলছে না? তারা যে ভাষায় কথা বলছে তার নাম কী? সুদূর আমেরিকাতে কেন বাংলাদেশের তরুন প্রজন্ম ভারতীয়দের সাথে হিন্দিতে কথা বলে? বাড়িতে বাড়িতে বিয়েতে হিন্দি গান বাজে, আপনাকেও সেই চটুল কথা-সুরের সাথে নাচতে দেখেছি। আপনার আপত্তি কি আসলে এখানে যে আমাদের হিন্দি গানের সাথে নাচতে রুচিতে বাধে? একটা মেয়ে স্বামীর বদলে হাজারো মানুষের সামনে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে মনরঞ্জন করবে এটাকে

আমরা প্রগতি বলি না স্যার, নোংরামো বলি। একটা ছেলে ছটা মেয়ের সাথে শুয়ে বাপের পয়সা গুণে সপ্তমটাকে বিয়ে করবে – এটা আমাদের কাছে পবিত্র প্রেম মনে হয় না স্যার, দুঃখিত। এটা লুইচ্চামি, ভন্ডামী। আমি লম্বা জামা পড়ে, মুখে দাড়ি রেখে, গোড়ালি অবধি প্যান্ট গুটিয়ে মাথা নিচু করে পথ চলব, আমি আমার তরুণ ভাইদের তা করতে বলব। আপনি আমার গায়ে মৌলবাদের তকমা দেন, আমার একটুও যায় আসে না।

৪.

স্যার আপনি যেমন আপনার আত্মাকে এক অজানা প্রভুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন তেমন আমিও আমার দেহ-মন-জীবন-মরণ আমার প্রভু আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। স্ত্রী- সন্তানসহ পুরো পরিবারকে উৎসর্গ করেছি। শুধু আমি না স্যার , আমার মত লাখো মুসলিম তরুণ আছে যারা নিজেদের এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে দিয়েছে নিজেদের। পাকিস্তানে কেন এত জঙ্গী জানেন স্যার, কারণ সে দেশের কিছু মানুষ দেশটিকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা আমাদের দেশকে কারো কাছে বিক্রি করতে দেব না, তাতে আপনি আমাকে হিজবুত তাহরির ভাবেন আর শিবির। জঙ্গী ব্যবসা মাল্টিমিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, দেশে জঙ্গী আছে এই হুজুগ তুলতে পারলে অনেক টাকা ভিক্ষে পাওয়া যায়। আমাদের তরুণ সমাজকে লুলা -কানা বানিয়ে সুশীল সমাজকে ভিক্ষে ব্যবসা করতে দেব না , যদি মরে যাই তো যাব – আপনারা জঙ্গী বললেও আল্লাহ জানেন আমরা আমাদের দেশকে কত ভালবাসি, দেশের মানুষকে কত ভালবাসি। কারণ আমি মুসলিম, আমি নিজের জন্য বাঁচিনা, আল্লাহর জন্য বাঁচি।

আপনি আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেন না কিন্তু আমরা আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেই স্বপ্ন শুধুই পার্থিব ভোগ-বিলাসের সুখস্বপ্ন না। প্রত্যেকটা পুরুষ যেন হালাল রুযি কামাই করে পরিবারসহ দু'বেলা খেতে পারে সেই স্বপ্ন। প্রত্যেকটা মেয়ে যেন শিক্ষিত হয়, সন্তানকে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে শেখায়, নীতিবোধ শেখায় সেই স্বপ্ন। আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি না স্যার পরিকল্পনাও করি। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করি।

কি কাজ শুনবেন? ইসলাম শিখি, নিজের জীবনে প্রয়োগ করি, অন্য মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে ডাকি। ক্ষমতা চাই না, সম্পদ চাই না, খ্যাতি চাই না - সবাই যেন ভাল থাকে শুধু এটাই চাই - ব্যাস! আমাদের এ চেষ্টায় আপনার প্রভু যেমন খাপ্পা তেমনি আপনিও। কিন্তু বিশ্বাস করেন আমরা আপনার উপর ক্ষুব্ধ নই, আপনার জন্য শঙ্কিত। আপনি যাকে প্রভু হিসেবে নিয়েছেন সে মানুষকে প্রতারণা করে স্যার, সে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আপনার জন্য করুণা হয় স্যার, আপনি এত কিছু বুঝলেন – ইসলামটা বোঝার চেষ্টা করলেন না? যিনি আপনাকে মাথা ভরে মেধা দিলেন, সোনা দিয়ে গড়া লেখার হাত দিলেন তার বিরুদ্ধে কতক্ষণ যুদ্ধ করবেন স্যার? আর কতদিন যুদ্ধ করবেন? আপনি যে হেরে যাচ্ছেন সেটা কি আপনার চুলের পাক বলে দিচ্ছে না?

শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল স্যার, আমি আপনার হিদায়াতের জন্য দু'আ করি যেন আপনি ইসলামের মর্ম বুঝে মুসলিম হয়ে মারা যেতে পারেন। আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন আমি যেন আমার শৈশবের হিরোর জানাযা পড়তে পারি।

জাফর ইকবাল স্যারের সাথে কথোপকথনঃ কিছু উপলব্ধি, কিছুটা হতাশাপূর্ন

লেখকঃ মুজাহিদ রাসেল

১৬ মার্চ, ২০১২।

(১৫ মার্চ) দুপুরের খাওয়া সেরেই সিভিল বিল্ডীংয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। চিন্তা করলাম যাওয়ার আগেই ক্যাফে থেকে এককাপ চা খেয়ে যাই। ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকতেই স্যারকে দেখলাম কয়েকজনের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।স্যারের স্ত্রী ও কায়কোবাদ স্যারও ছিলেন।অপেক্ষা করছিলাম স্যারকে কখন একা পাব।সৌভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলাম। কিন্ত আশে পাশে তার ভক্তকুল যেভাবে অটোগ্রাফ আর ছবি তোলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তাতে স্যারকে একা পেতে আরো কিছুক্ষন সময় লেগে গেল।যখন একা পেলাম সালাম দিয়েই স্যারের সাথে কথোপকথন শুরু করলাম। কিছুক্ষন হেঁটে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে।কথাগুলো অনেকটা এরকম হয়েছে।

আমিঃ স্যার,আপনার বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং উপন্যাস অনেক পড়েছি, খুব ভাল লাগে। স্যার আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন ছিল।

স্যারঃ মৃদু হেসে বললেন, বলো।

আমিঃ স্যার, ১৬ ডিসেম্বর প্রথম আলোতে আপনার একটা লেখা বের হয়েছিল।আপনি স্বাধীনতা,রাজাকার বিভিন্ন বিষয়ে বলতে গিয়ে আপনি হঠাৎ মেয়েদের বোরকা পড়ার বিষয়টা নিয়ে এসেছেন।জিনিসটা কিছুটা অপ্রাসংগিক হয়ে গেলনা?এজন্য ব্লগ ফেসবুকে দেখলাম অনেকে এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে।স্যার আপনি আসলে বিষয়টা এভাবে লিখলেন কেন যদি কিছুটা ব্যাখ্যা করতেন আপনার লেখার পাঠক হিসেবে খুশি হতাম।

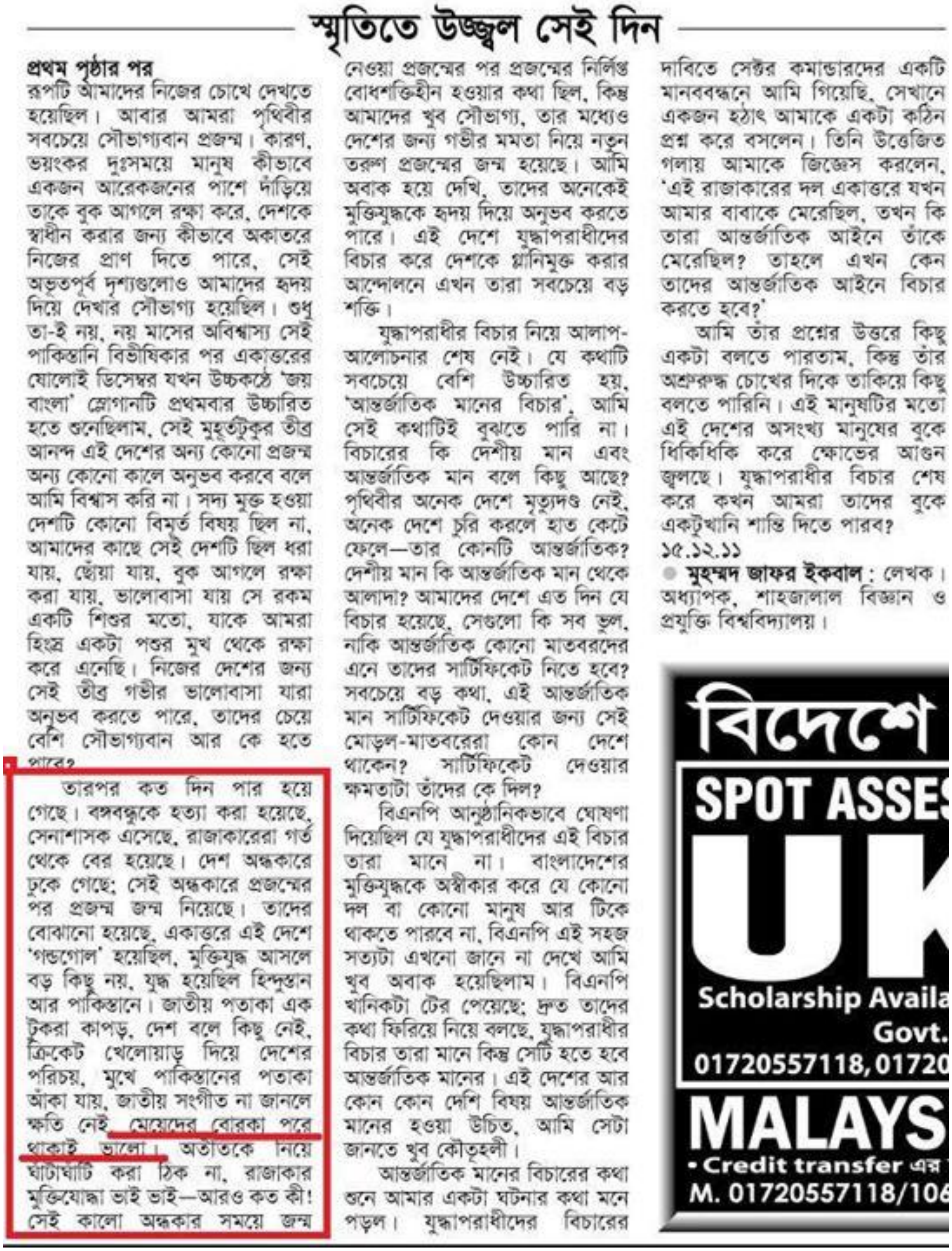

স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেই দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপটি আমাদের নিজের চোখে দেখতে হয়েছিল। আবার আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রজন্ম। কারণ, ভয়ংকর দুঃসময়ে মানুষ কীভাবে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বুক আগলে রক্ষা করে, দেশকে স্বাধীন করার জন্য কীভাবে অকাতরে নিজের প্রাণ দিতে পারে, সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলোও আমাদের হৃদয় দিয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, নয় মাসের অবিশ্বাস্য সেই পাকিস্তানি বিভীষিকার পর একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর যখন উচ্চকণ্ঠে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি প্রথমবার উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম, সেই মুহূর্তটুকুর তীব্র আনন্দ এই দেশের অন্য কোনো প্রজন্ম অন্য কোনো কালে অনুভব করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সদ্য মুক্ত হওয়া দেশটি কোনো বিমূর্ত বিষয় ছিল না, আমাদের কাছে সেই দেশটি ছিল ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বুক আগলে রক্ষা করা যায়, ভালোবাসা যায় সে রকম একটি শিশুর মতো, যাকে আমরা হিংস্র একটা পশুর মুখ থেকে রক্ষা করে এনেছি। নিজের দেশের জন্য সেই তীব্র গভীর ভালোবাসা যারা অনুভব করতে পারে, তাদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

তারপর কত দিন পার হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, সেনাশাসক এসেছে, রাজাকারেরা গর্ত থেকে বের হয়েছে। দেশ অন্ধকারে ঢুকে গেছে; সেই অন্ধকারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে, একাত্তরে এই দেশে 'গন্ডগোল' হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ আসলে বড় কিছু নয়, যুদ্ধ হয়েছিল হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে। জাতীয় পতাকা এক টুকরা কাপড়, দেশ বলে কিছু নেই, ক্রিকেট খেলোয়াড় দিয়ে দেশের পরিচয়, মুখে পাকিস্তানের পতাকা আঁকা যায়, জাতীয় সংগীত না জানলে ক্ষতি নেই, মেয়েদের বোরকা পরে থাকাই ভালো। অতীতকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করা ঠিক না, রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা ভাই ভাই—আরও কত কী! সেই কালো অন্ধকার সময়ে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের পর প্রজন্মের নির্লিপ্ত বোধশক্তিহীন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খুব সৌভাগ্য, তার মধ্যেও দেশের জন্য গভীর মমতা নিয়ে নতুন তরুণ প্রজন্মের জন্ম হয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখি, তাদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে। এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশকে গ্লানিমুক্ত করার আন্দোলনে এখন তারা সবচেয়ে বড় শক্তি।

যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে আলাপ-আলোচনার শেষ নেই। যে কথাটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়, 'আন্তর্জাতিক মানের বিচার', আমি সেই কথাটিই বুঝতে পারি না। বিচারের কি দেশীয় মান এবং আন্তর্জাতিক মান বলে কিছু আছে? পৃথিবীর অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড নেই, অনেক দেশে চুরি করলে হাত কেটে ফেলে—তার কোনটি আন্তর্জাতিক? দেশীয় মান কি আন্তর্জাতিক মান থেকে আলাদা? আমাদের দেশে এত দিন যে বিচার হয়েছে, সেগুলো কি সব ভুল, নাকি আন্তর্জাতিক কোনো মাতবরদের এনে তাদের সার্টিফিকেট নিতে হবে? সবচেয়ে বড় কথা, এই আন্তর্জাতিক মান সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য সেই মোড়ল-মাতবরেরা কোন দেশে থাকেন? সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতাটা তাঁদের কে দিল?

বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছিল যে যুদ্ধাপরাধীদের এই বিচার তারা মানে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে যে কোনো দল বা কোনো মানুষ আর টিকে থাকতে পারবে না, বিএনপি এই সহজ সত্যটা এখনো জানে না দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। বিএনপি খানিকটা টের পেয়েছে; দ্রুত তাদের কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, যুদ্ধাপরাধীর বিচার তারা মানে কিন্তু সেটি হতে হবে আন্তর্জাতিক মানের। এই দেশের আর কোন কোন দেশি বিষয় আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত, আমি সেটা জানতে খুব কৌতূহলী।

আন্তর্জাতিক মানের বিচারের কথা শুনে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সেক্টর কমান্ডারদের একটি মানববন্ধনে আমি গিয়েছি, সেখানে একজন হঠাৎ আমাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসলেন। তিনি উত্তেজিত গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রাজাকারের দল একাত্তরে যখন আমার বাবাকে মেরেছিল, তখন কি তারা আন্তর্জাতিক আইনে তাঁকে মেরেছিল? তাহলে এখন কেন তাদের আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করতে হবে?'

আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কিছু একটা বলতে পারতাম, কিন্তু তাঁর অশ্রুরুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারিনি। এই মানুষটির মতো এই দেশের অসংখ্য মানুষের বুকে ধিকিধিকি করে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। যুদ্ধাপরাধীর বিচার শেষ করে কখন আমরা তাদের বুকে একটুখানি শান্তি দিতে পারব?

১৫.১২.১১

● **মুহম্মদ জাফর ইকবাল** : লেখক। অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদেশে
SPOT ASSES
UK
Scholarship Availa
Govt.
01720557118, 01720
MALAYS
• Credit transfer এর
M. 01720557118/106

স্যারঃ দেখ,আমার যেটা ভাল মনে হয়েছে আমি লিখেছি, তোমার ভাল মনে নাহলে নিওনা।আর বোরকা নারীদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য।এটা প্রগতিতে বাধা দেয়।

আমিঃ স্যার আপনি প্রথম আলোতে আপনার এক লেখা "ওদের নিয়ে কেন স্বপ্ন দেখবনা" তেও এরকম একটা কথা বলেছেন।(স্যারের ঐ লেখা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার এক নোটে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।সে প্রশ্নটা স্যারকে সরসরি করলাম।আমি আমার নোট থেকে সরাসরি লেখাটা দিচ্ছি)

[স্যার বলেছেন-

"কক্সবাজারের পথে একবার হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটি বলল, 'স্যার, আমি আপনার ছাত্রী।' আমি খুবই অপ্রস্তুত হলাম, নিজের ডিপার্টমেন্টের একটা ছাত্রীকে আমি চিনতে পারছি না। আমি এত বড় গবেট! ছাত্রীটি তখন নিজেই ব্যাখ্যা করল। বলল, 'স্যার, আমি তো ডিপার্টমেন্টে বোরকা পরে যাই, তাই আপনি চিনতে পারছেন না।' আমি তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ক্লাসে যার শুধু এক জোড়া চোখ দেখেছি, তাকে আমি কেমন করে চিনব? কিন্তু গত ৫০ বছরে যে মেয়েদের একটি প্রজন্মকে ঘরের ভেতর আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই প্রজন্মকে নিয়ে আমরা কী স্বপ্ন দেখব?

এ শেষ লাইনের সাথে এর আগের লাইনগুলোর মিল কতটুকু?এ শেষ লাইনটি পুরোপুরি অপ্রাসংগিক।সবচেয়ে বড় কথা এ প্যারাটি অসংলগ্ন এবং সাংঘর্ষিক।হিজাব পরা যে মেয়েটাকে তিনি চিনতে পারলেননা সে মেয়েটা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল।তাহলে কিভাবে তিনি শেষ লাইনে বলতে পারলেন মেয়েদের ঘরের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে?পর্দার কারনে মেয়েদের যদি ঘরের ভেতর আটকে রাখা হয় তাহলে এ মেয়েটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে কেন?এরকম সাংঘর্ষিক,আত্মঘাতী কথা স্যার বলেছেন বলে আমার মনে হয়না।শুনেছি যারা বিখ্যাত হয় তাদের নামে অনেক লেখা চালিয়ে দেয়া হয়, যা আদৌ সে সকল বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা না।আমি জানিনা এ লেখাটির ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়েছে কিনা,যদি হয়ে থাকে আমি আনন্দিত হব।তবে সেটা সম্ভাবনা যে খুব একটা নেই, সেটা চিন্তা করে খুব খারাপ লাগছে]

স্যারকে বললাম স্যার আপনার এ লেখাটা কি সাংঘর্ষিক নয়?

স্যারঃ তোমার কাছে যদি সাংঘর্ষিক মনে হয় তাহলে নিওনা।আর যারা সাংঘর্ষিক বলছে তারা তোমার মত টুপি দাঁড়ি পাঞ্জাবীওয়ালা।তুমি মনে হয় তাবলীগ করো।না?দেখো কোরআনে কোথাও হিজাবের কথা বলা হয়নি।আমি তোমার চেয়ে কোরআন বেশি পড়েছি। কোরআনে নবীর স্ত্রীদেরকে পর্দা করার জন্য বলা হয়েছে।(স্যার সম্ভবতঃ সূরা আহযাবের ৩২,৩৩ নং আয়াত indicate করেছেন)

আমিঃ স্যার, নবীর স্ত্রীরা হল উম্মুল মুমিমীন। বিশ্বাসীদের মা।হিজাবের উদ্দেশ্য আপনি যে আয়াত ইনডিকেট করছেন সেখানে বলা হয়েছে যেন মানুষের মনে খারাপ কোন কিছু না আসে। যেখানে মা দের হিজাবের জন্য বলা হয়েছে সেখানে তো অন্য মহিলাদের আরো বেশি হিজাব করা উচিৎ। আর আপনি যদি সূরা আহযাবের ৫৯ আয়াত পড়েন তাহলে সেখানে পাবেন সকল বিশ্বাসী মহিলাদেরই হিজাব করার কথা বলা হয়েছে।

[কিছু কথা যা স্যারকে সময়ের জন্য বলতে পারিনি।নবীর স্ত্রীদের জন্য যদি পর্দা ফরয হয় তাহলে অন্য মহিলাদের জন্য ফরজের উপর ফরজ।কারন মাদের সম্পর্কে কারো মনে খারাপ কিছু আসেনা কিন্তু অন্য কারো বিষয়ে আসতেই পারে।আর যদি নবীর স্ত্রীদের হিজাব করার বিষয়টা তাদের সম্মানের জন্য হয়ে থাকে তাহলে তো আপনি মেনেই নিচ্ছেন হিজাব সম্মানের নিদর্শন।অপমানের নয়।আর সূরা আহযাবে পরিষ্কারভাবে মুমিন মহিলাদের বলা হয়েছে। এসকল আয়াতের অর্থ ইবনে আব্বাস,ইবনে আবী হাতেম,ইবনে মারদুইয়া কেউ বুঝলেননা?ইবনে কাসীর এ সকল আয়াত নাবুঝেই এ বিশাল তাফসীর লিখে ফেললেন?ইবনে তাইমিয়ার জীবনেতে পড়েছি তিনি নাকি ১০০ তাফসীর পড়েছেন, তিনিও এসকল আয়াত ভুল বুঝলেন?তারা কেউই বুঝেননি আমাদের আজকের যুগে এসে শ্রদ্ধেয় জাফর স্যার বুঝলেন?তবে আমরা ইসলামে আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন নতুন মুফাসসির পেয়ে সৌভাগ্যমন্ডিত হলাম?মাশাল্লাহ!(?)]

স্যারঃ ওখানে কি বলা হয়েছে?

আমিঃ ওখানে স্যার নবীর স্ত্রী,কন্যা এবং মুমিন মহিলাদের বাইরে যাওয়ার সময় “জিলবাব” পরার জন্য বলা হয়েছে।

স্যারঃ জিলবাব কি?

আমিঃ স্যার জিলবাব (বড় চাদর) পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে যা তখন আরবে পরা হত।

স্যারঃ ইসলাম কি শুধু আরবের জন্য এসেছে?(এখানে স্যার আলোচনা নতুন দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কেন বুঝলামনা)

আমিঃ এটা মানে তো আপনি এটা বুঝতে পারেননা। ইসলাম পুরো মানবজাতির জন্য এসেছে।

[একটা কৌতুক বলি।ধরুন কেউ বলল, আমার বাবা আমাকে মারা যাওয়ার সময় বলেছে “কথা দে তুই আর কখনো সিগারেট খাবিনা”

সে বলল খাবনা।

তাই সে জীবনে আর কখনো সিগারেট খেলনা ।বিড়ি খাওয়া শুরু করল।বাবার সিগারেট বলার অর্থ অনুধাবন নাকরলে এ অবস্থা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে।কুরআনে জিলবাব বলার কারন যদি শুধু জিলবাব

আরবের পোশাক শুধু আরবদের জন্য বলা হয়েছে এরকম চিন্তা করা কুরানের অর্থ অনুধাবন নাকরার পরিচায়কই মনে হয়।কারন এ আয়াতের শেষেই এর কারন বলা হয়েছে]

স্যারঃ তুমি কি মনে কর,এতগুলো মহিলা শ্রমিক হিজাব নাকরে কাজ করছে তারা জাহান্নামে যাবে?

আমিঃসেটার ভারডিক্ট তো আমি দিতে পারবনা। আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়।আর মেয়েদের এভাবে বাইরে কাজ করতে হচ্ছে কেন?সেটাও বুঝা দরকার।

স্যার টয়লেটে চলে গেলেন যাওয়ার আগে বলে গেলেন

“দেখ, তোমরা যারা অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আছ, তাদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ চিরকাল চলবে”

আমি টয়লেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি।স্যার এক মিনিটের মাঝেই ফিরে এলেন

আমিঃ স্যার, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেননা।আমি আসলে জানার আগ্রহে আপনাকে প্রশ্ন করছি।

স্যারঃ না ঠিক আছে।আমি মুক্তভাবে চিন্তা করি। তুমি আমাকে আমার চিন্তাধারা থেকে পরিবর্তন করতে পারবে?

আমিঃসেটা আমি চাচ্ছিওনা।

স্যারঃতোমরা তো আলোচনায় যেতে রাজিনা।

আমিঃ স্যার আমিও মুক্তভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করি।আর ইসলাম আলোচনায় উৎসাহ দেয়া আপনি সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াত পড়লে বুঝতে পারবেন ইসলাম আলোচনা কথা বলে।যুক্তির কথা বলে।

স্যারঃ দেখ,ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। তোমাকে যা বলছে, তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

আমিঃ স্যার, যে কোন জিনিস অন্ধভাবে বিশ্বাসে আমি পক্ষপাতি না।

স্যারঃ তোমরা আল্লাহ বিশ্বাস করো,রাসুল বিশ্বাস করো এগুলো কি তোমরা যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করো?

আমিঃস্যার আপনি কি বিশ্বাস করেননা?

স্যারঃ আমি কি বিশ্বাস করি,নাকরি সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ কেন?

আমিঃ স্যার বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ আপনাকে মুসলমান হিসেবে জানে।আপনি বারবার "তোমরা" "তোমরা" করছেন।

স্যারঃ আমার সময় নেই ।সেমিনার শুরু হয়ে গেছে.........

আমিঃ ওকে স্যার।থ্যাংক ইউ......

[আজ ১৬ ই মার্চ আবার স্যারের সাথে সৌভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল।আমাদের অডিটোরিয়ামের সামনে বসে কিছু বিষয়ে কথাও হল। ইসলাম ও কোরআন সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি আরো ভালভাবে বুঝতে পারলাম। অন্য কোনদিন সেটা শেয়ার করার ইচ্ছা রইল।তবে পাবলিকের জন্য আলোচনাগুলো জমাতে পারিনাই।একটু পরপর একগ্রুপ এসে স্যার, আপনার অটোগ্রাফ।স্যার, আপনার সাথে একটা ছবি তুলব............]

জাফর ইকবাল স্যারের সাথে কথোপকথনঃ কিছু অদ্ভুত উপলব্ধি -২

লেখকঃ মুজাহিদ রাসেল

২৪ মার্চ, ২০১২।

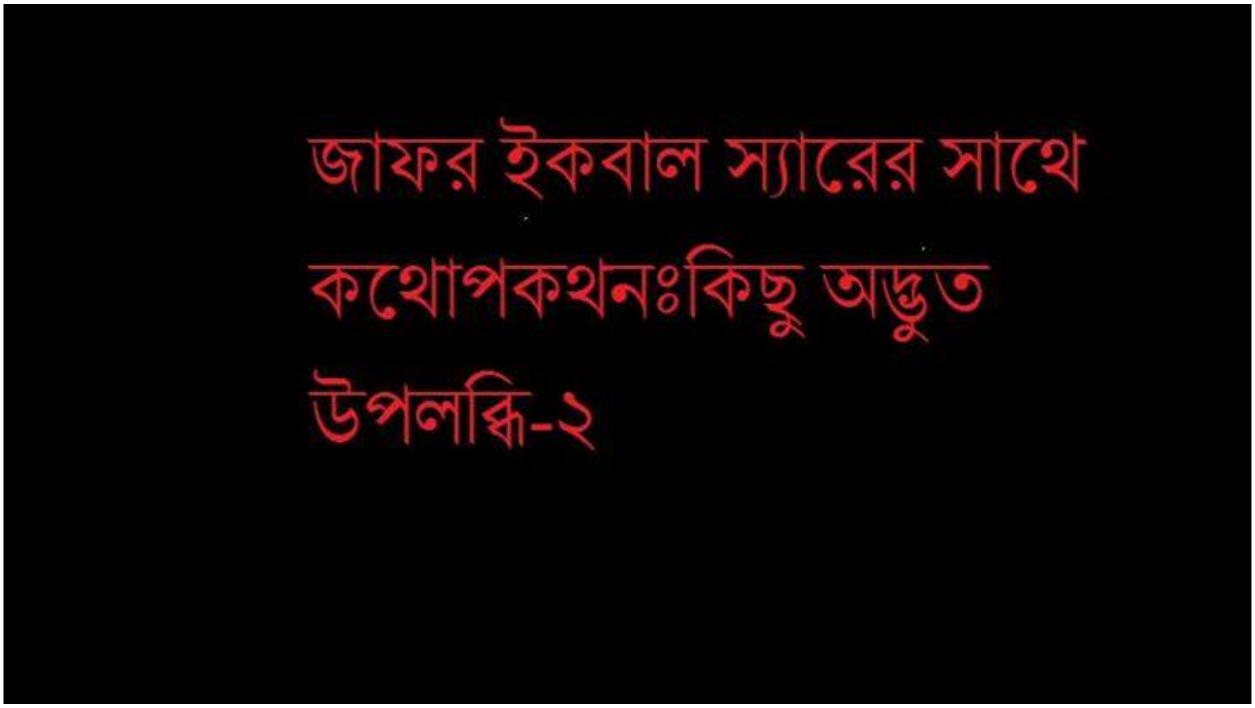
জাফর ইকবাল স্যারের সাথে
কথোপকথনঃকিছু অদ্ভুত
উপলব্ধি-২

১৬ মার্চ সকালে সার্ভেয়ীং প্র্যাকটিকেলের এক ফাঁকে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে যাচ্ছিলাম সৌভাগ্যক্রমে দেখলাম স্যার গাড়ি থেকে নেমে অডিটোরিয়ামের সেমিনার রুম এর দিকে যাচ্ছে আমিও পিছু পিছু স্যার

স্যার করে গিয়ে বললাম “স্যার আপনার সাথে গতকাল কথা হয়েছিল,কথা শেষ করতে পারিনাই” দু মিনিটের মত কথা হল।স্যার সেমিনারে চলে গেলেন।আবার সাড়ে বারোটার দিকে আমি সার্ভেয়ীং শেষ করে আবার অডিটোরিয়ামের দিকে গেলাম।অডিটোরিয়ামে ঢুকে আধা মিনিটের মত বসলাম দেখলাম স্যার সামনের কাতার হতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অডিটোরিয়ামের বাইরে গেল আমিও স্যারের পিছু পিছু গেলাম।অডিটোরিয়ামে সামনে রেলিংয়ের মত বসার জায়গাটাতে স্যারের সাথে বসলাম।আরো কিছুক্ষন কথা হল।এভাবে ঐ দিন দুই দফা স্যারের সাথে কথা হল।

প্রথম লেখাটার মত পুরো কনভারসেশনটা ওভাবে লেখা সম্ভব নয় কারন স্যারের সাথে দুই দফা কথা হয়, আরেক সমস্যা হচ্ছে দ্বিতীয় দফায় একের পর এক স্যারের ভক্তরা এসে তার সাথে ছবি তোলা এবং অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।একথা বলে নিই স্যারের সাথে যখন তার ছেলে ও মেয়ে ভক্তরা ছবি তোলা শুরু করে আমি স্যারের পাশেই বসে ছিলাম।কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম।উঠে চলে যেতেও পারছিলাম না কারন স্যারের সাথে আমার কথা চলছিল।তো যা বলছিলাম আজ লেখাটায় স্যারকে যে সকল প্রশ্ন করেছিলাম সেগুলো তুলে ধরব সাথে সাথে আমি কি বলেছিলাম সেটাও বলার চেষ্টা করব।

স্যারের সাথে এ কনভারসেশনে স্যারকে আমি একটা অনুরোধ করেছিলাম। স্ট্রিং থিউরির উপর স্যারের একটা বই লেখা

দরকার।স্যারকে আমি জানালাম “স্যার,আমি আপেক্ষিকতা নিয়ে আপনার বইটা পড়েছি।এবং এত সহজ ভাষায় আপেক্ষিকতা বুঝানো হয়েছে যা সত্যিই অসাধারন ছিল”,কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে স্যারের লেখা বইটা যদিও সময়ের অভাবে এখনো পড়তে পারিনি।একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে দরদাম ও করেছিলাম।কিন্তু পরে সামনে পরীক্ষা না কি চিন্তা করে আর কেনা হয়নি।শুনেছি সেটাতেও কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবভাবে উপস্থাপন করেছেন।

স্যার বললেন আমার বই “একটুখানি বিজ্ঞানে স্ট্রিং থিউরীর বিষয়টা কিছুটা এসেছে”।

আমি স্যারকে জানালাম স্যার ঐ বইটা আমি পড়েছি।ওখানে খুব একটা বিষয় আসেনি,আমি চাই E=mc*c এর মত একটা বই।

স্যার সম্মতিসূচক জবাব দিয়েছিলেন।

স্যারের সাথে দ্বিতীয় দফায় যখন কথা বলছিলাম তখন স্যারের মায়ের ফোন এসেছিল।স্যারের মা সম্ভবত ঢাকায় থাকেন।স্যারের মায়ের সাথে স্যারের কথা বলার ধরনটা আমার ভাল লেগেছে।

-স্যারকে আমি প্রশ্ন করলাম স্যার পৃথিবীতে এত এত ধর্ম এত এত মতবাদ কোনটা ঠিক?

উত্তরে স্যার বললেন, “দেখ,আমার বাবা একটা কথা বলেছিলেন একটা বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করছেন স্রষ্টা,বিভিন্ন জন বিভিন্ন অংশ থেকে এক কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে।একেকজন একেকভাবে স্রষ্টাকে পেতে চাচ্ছে।হিন্দুরা তাদের মত করে,খ্রিস্টানরা তাদের মত করে আর মুসলিমরা তাদের মত করে।যে যার মত করছে”

আমি বললাম “সব কি একসাথে ঠিক হতে পারে”?আপনি জিনিসটা বৃত্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন আমি যদি বিন্দু দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে বিষয়টা এমন “দুইটা বিন্দুর মধ্যে কেবলমাত্র একটাই সরলরেখা থাকবে,বাকী যত রকমের রেখা হতে পারে সবই বক্ররেখা।এখন মানুষকে যদি একটা বিন্দু আর স্রষ্টাকে যদি একটা বিন্দু ধরি তাহলে তাদের মধ্যে সোজা পথ,সরল পথ একটাই থাকবে,বাকীগুলো বক্রপথ”

সেটা তোমার চিন্তা।

আর ধর্মগুলোর শিক্ষাও তো অনেকক্ষেত্রে একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক।ইসলামের অনেককিছু হিন্দু ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক।তাহলে সব একসাথে কিভাবে ঠিক হবে?

-যে যেভাবে দেখে বিষয়টা।

স্যার আরো বললেন, *“দেখ, কোরানের* ***৫৪ নাম্বার পারায়*** *না কোন পারায় যেন আছে -বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন”*

-স্যার কোরআনের পারা সংখ্যাই তো ৩০ (এটা মে বি স্যারের স্লিপ অব টাং ছিল।অবশ্য এরকম বেসিক ভুল নরমালি স্লিপ অব টাং হবার কথা না কারন এর আগের দিনই স্যার বলেছিলেন আমি তোমার চেয়ে কোরআন বেশি পড়েছি।তারপরো আমি পজিটিভলি চিন্তা করতেই পছন্দ করি আর এটাকে স্লিপ অব টাং হিসেবেই ধরে নিচ্ছি)

আর আপনি যে আয়াতটি বললেন সেটা আমার জানামতে সূরা নজমের আয়াত।আর এটা কোরআনের ৫৩ নং সূরা।(তখন অবশ্য মাথায় আয়াতটাও ঘুরছিল।৩১ অথবা ৩২ নং আয়াত।রুমে এসে দেখি আয়াতটা ৩২ নং।)

স্যারঃহতে পারে।তুমি আমার চেয়ে ভাল জানবা।

আমিঃকিন্তু স্যার কোনটা বড় গুনাহ আর কোনটা ছোট গুনাহ সেটা কিভাবে নির্ধারিত হবে?

স্যার উত্তরে বললেন “বিবেক,আমার বিবেকই আমাকে বলবে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়,যেমন মানুষ হত্যা খারাপ এটা সবাই এক

কথায় বলবে।কিন্তু বোরকা সহ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে চাপিয়ে দেয়ার কোন মানেই হয়না।(আজ আমি মোটেই বোরকার বিষয়টাতে আর যেতে চাইনি কারন গতকালের কথোপকথনে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার।তারপরো বুঝলামনা স্যার এ বিষয়টা কেন নিয়ে আসলেন পাশেই স্যারের এক ভক্ত আপু দাঁড়িয়ে ছিলেন তার সাথে কথা বলার জন্য। বোরকার বিষয়টা আসার সাথে সাথে তার ঠোঁটের কোনায় একটা হাসি লক্ষ্য করলাম।কারন স্যার এটা বলেই তার দিকে তাকালেন।পরে আপুটার সাথে স্যারের কনভারসেশনের সময় আমি পাশেই বসা ছিলাম।জানতে পারলাম তার নাম পূজা।সেমিনারে তার থিসিসের উপর একটা প্রেজেন্টেশান ছিল।)

আপুটা স্যারের সাথে অনেকক্ষন কথা বলল আর আমাকে স্যারের সাথে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা থেকে কিছুক্ষন বঞ্চিত করে রাখল।আপুটার সাথে স্যারের আলোচনায় দুইটা পয়েন্ট তুলেনা ধরলেই নয়।

আপু বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েও সিলেক্ট হননি বিষয়টা স্যারকে জানানোর সাথে সাথে স্যার একটা সুন্দর কমেন্ট করলেন

*“এখন তো সব জায়গায় **DNA test** করে চাকরিতে নেয়।নিজের দলের হইলেই কেবল এ টেস্টে উন্নীত হওয়া যায়”।*

কথার এক পর্যায়ে স্যার আপুকে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে আর কি করা হয় জানতে চাইলে আপু জানালেন তিনি ডান্স করেন।

স্যার বললেন *“তাই নাকি? আজকের প্রোগ্রামে একটা পারফর্ম করতে পারতে।ফিজিক্সের সাথে সাথে আমরা একটু আনন্দও পেতাম”।*

(বুঝলাম, স্যার অনেক মুক্তমনা আর রসিক মানুষ।অবশ্য এর প্রমান আমরা আগেও পেয়েছি।শাহাজালাল ভার্সিটিতে যতদূর মনে পড়ে মেয়েদের হলের কোন প্রোগ্রামে তিনি “নো এনট্রি” গানের সাথে নেচেছিলেন।জনৈক লেখক এ বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন “বাংলাদেশের মানুষ এখনো অনেক ব্যাকডেটেড।কোন স্বনামধন্য লেখক মেয়ের বয়সী যুবতীদের সাথে নাহয় তাহার নিতম্ব একটু দুলালোয় এ তে এত হৈ চৈ করার কি আছে?মৌলবাদীতে দেশটা ভরে গেছে”।)

যা বলছিলাম স্যার সবকিছু এভাবে বিবেকের উপর ছেড়ে দিলেন কেন বুঝলামনা।যা আজকাল মুক্তমনা নাস্তিকদের মুখেই বেশি শোনা যায়। বিবেক কিছু চিন্তা ও বিশ্বাসের উপর নির্মিত হয়।যদি বিবেকের কোন রেফারেন্স ফ্রেম না থাকে তাহলে তা শয়তান দ্বারাই অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়। সবচেয়ে আজব লেগেছে তিনি কোরআন দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। এনিওয়ে ওনার বিশ্বাস নিয়ে কোন মন্তব্য আমি করতে চাচ্ছিনা।

কথার এক প্রসংগে স্যার কোরআনের বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা নিয়েও কথা বলতে চেষ্টা করলেন।তিনি বললেন “কোরআনে মদ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত দুটো আয়াত আছে,আর বিভিন্ন জন এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন”।

আমি স্যারকে জানালাম স্যার মদ তিন স্টেপে নিষিদ্ধ হয়।সুরা বাকারার ২১৯,সুরা নিসার ৪৩ আর সূরা মায়িদার ৯০।(মদের বিষয়টা নিয়ে এত বেশিবার পাবলিকের সাথে ডিল করতে হয়েছে যে আয়াতগুলো পুরো মুখস্ত ছিল)

আমি স্যারকে জানালাম “স্যার এখন পর্যন্ত যত তাফসীর বা যত জায়গায় বিষয়টা পড়েছি আমি একটাই কারণ জেনেছি। একটাই ব্যাখ্যা জেনেছি”।

স্যা্রের সাথে বিবর্তনবাদ নিয়েও অল্প স্বল্প কথা হল।স্যারের কথানুযায়ী বেশিরভাগ বিজ্ঞানী এটাতে একমত।আমি স্যারকে জানালাম আমিও আপনাকে প্রচুর বিজ্ঞানীর নাম বলতে পারি যারা বিবর্তনবাদকে স্বীকার করেননি।উদাহরন হিসেবে জিনোম প্রজেক্টের প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্সের নাম বললাম।

স্যার বললেন “দেখ,যারা এটার বিরোধী তারা হয় মৌলবাদী খ্রীস্টান নাহয় মুসলমান” (আমি বুঝলাম না এটা কোন ধরনের যুক্তি হল? আমি কি বিবর্তনবাদকে এ বলে উড়িয়ে দেব যারা এটা নিয়ে কথা বলে তারা নাস্তিক।এটা কোন যুক্তি না।বিজ্ঞানে আদৌ এটার পক্ষে বিপক্ষে কেমন ডাটা এসেছে সেটাই মুখ্য বিষয়)

স্যার বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে মিলানোর বিরোধী।আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার বিজ্ঞানের কোন কিছু যদি ধর্মের বিরোধী হয় তখন আমি কি করব?

স্যার বললেন “সেখানে আমাকে বুঝতে হবে হয় ধর্ম সেখানে রুপক কিছু বুঝিয়েছে।নয়তো আগামীতে হয়ত প্রমানিত হবে”(কিন্তু বিজ্ঞান এখন যেটা বলে সেটা ভুল হতে পারে সেটা কেন যেন তিনি কখনো বলতে চাইছেননা।এমনকি ইভ্যুলশন থিউরীকেও ধর্মকে পাশ কাটিয়ে মেনে নিচ্ছেন।এখানে বিজ্ঞানের নামে যা চালানো হচ্ছে তা বিশ্বাস করার জন্য তিনি ধর্মের জিনিসটাকে রুপক ধরে নিচ্ছেন।তারমানে আল্টিমেটলি বিজ্ঞানই তার কাছে সব,আমি যতদূর বুঝলাম।)

স্যার, ধর্মের অনেক জিনিস পরিবেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন করতে হবে সে ধারনায় বিশ্বাসী । তারমতে দাসপ্রথা আগে ছিল কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে এর কোন অস্তিত্ব নেই।অতএব ধর্মের এ জিনিসটি এখন আর কার্যকর নয়।

(স্যারের বক্তব্যের প্রথম অংশের সাথে আমি একমত। ইসলামের মৌলিক কোন পরিবর্তন হবেনা।যা দেয়া আছে ঠিক তাই থাকতে হবে।তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিষয় আসবে যা মহানবী (সঃ) এর সময় ছিলনা সেক্ষেত্রে বিদগ্ধ আলেমরা ডিসাইড করবেন কি করনীয়।একে ইজতিহাদ বলে।কিন্তু উদাহরন হিসেবে দাসপ্রথাকে টেনে আনা অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।দাসপ্রথা কি ইসলামের কোন করনীয় বিষয়?ইসলাম দাসপ্রথাকে উচ্ছেদে সবরকম কর্মসূচী গ্রহন করেছিল কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সরাসরি এটাকে হারাম ঘোষনা করেনি। একদিন জনৈক নাস্তিক আমাকে প্রশ্ন করল “ ভাই ,মহানবী (সঃ) যদি এতই দাসপ্রথা উচ্ছেদ চাইতেন তাহলে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষনে বললেননা কেন “আজ থেকে বিশ্বে কোন দাসপ্রথা থাকবেনা”।

মহানবী (সঃ) এর ভাষন খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার ভাষন নয় যে কেউ লিখে দেবে আর দেখে দেখে বলবে।যে এরকম প্রশ্ন করে সে কি ভাবে, মহানবী (সঃ) তার চিন্তা অনুযায়ী ভাষন দেবেন? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হয়ে এসেছে।আর আল্লাহ কেন একবারে মদ হারাম করলেননা বা দাসপ্রথা কেন চিরতরে হারাম বললেননা এটা জানার জন্য মুহাম্মদ কুতুবের “ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম” বইখানি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। এ স্বল্প পরিসরে এসবের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।)

স্যারের আরো কিছু বিষয় আছে যা তিনি বলেছিলেন যা এ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করব না। অন্য কোন আর্টিকেলে আলোচনার আশা রাখছি।ইনশা আল্লাহ।যেমন স্যার মহানবী (সঃ) কে পুরোপুরি সঠিক এবং ১০০% অনুসরনীয় বলে মনে করেননা।তিনি মনে করেন মহানবী (সঃ) কিছু ভুল করেছেন যা দু একটা উদাহরন ও তিনি দেয়ার চেষ্টা করেছেন।অতি দুঃখনের সাথে জানাচ্ছি তার জ্ঞান পশ্চিমা লেখকদের থেকেই ধার করা ।তিনি সরাসরি কোরআন বা হাদীস পড়ে এমন কথা বলছেননা।এবিষয়গুলো অন্য কোন নোটে আলোচনা করার চেষ্টা করব।যদি আল্লাহ তৌফিক দেন।

চলে যাওয়ার আগে স্যারকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম স্যার আপনি তো কোরআনের আয়াত ব্যবহার করলেন আপনার বক্তব্যের দৃঢ়তার জন্য।আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি-সুরা আলে ইমরানে আছে”আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য জীবনব্যবস্থা ইসলাম”,আপনি যে সবকিছুকে ঠিক বলছেন এ আয়াতের ব্যাখ্যা আপনি কিভাবে করবেন?

স্যার জবাবে বললেন “তাহলে দেখতে হবে সেখানে আদৌ ইসলাম বলতে কি বুঝানো হয়েছে”?

(আমি বুঝলাম না নবী (সঃ) ,সাহাবী,তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীরাসহ বিদগ্ধ আলেমরা তাহলে কোরআন অধ্যয়ন করে কি বুঝলেন?)

পরিশেষে বলতে চাই,এ অধমকে স্যার তার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।জুমার নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল বলে স্যারের কাছে থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি আমাকে শাহজালাল ভার্সিটি যাওয়ার জন্য বললেন।এবং বিজ্ঞান ধর্ম এবং ফিলোসফির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তার সাথে কথা বলে সত্যিই ভাল কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যা আমার আগামী দাওয়াতী জীবনে কাজে লাগবে, ইনশা আল্লাহ।আর আমি স্যারের কথা হুবহু (অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভাষায়) লেখার চেষ্টা করেছি।দুএকজায়গায় হয়ত নিজের অজ্ঞাতে ভুল হয়ে যেতে পারে।এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জাফর ইকবাল স্যারের (?) সাথে কথোপকথনঃ ইসলাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি

লেখকঃ মুজাহিদ রাসেল

৮ নভেম্বর, ২০১৩।

ফুটবল বিশ্বকাপ আসলে সবাই কোন না কোন দলের পতাকা উড়ায়,উল্লাসিত হয়। আমি আর্জেন্টিনা সাপোর্টার। একদিন বসে বসে ভাবছিলাম কেন আমি আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি? ভাবতে ভাবতে যেটা পেলাম আমার প্রথম শোনা ফুটবল দলের নাম ‘আর্জেটিনা’ এবং প্রথম শোনা ফুটবলার ম্যারাডোনা তাই এই দলের প্রতি মনের অজান্তেই একটা ইনক্লাইনেশন তৈরি হয়েছে, যার ফলাফল আমি আর্জেন্টিনা সাপোর্টার। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ খুব একটা ছিল না। যার বই পড়ে প্রথম বই পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মেছিল তিনি জাফর ইকবাল। তাই মনের অজান্তেই তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু যার লেখনীর প্রতি এবং ব্যক্তি হিসেবে যার প্রতি এত ভালবাসা সেই মানুষটির সম্পর্কে খারাপ কিছু

শুনতে কার না খারাপ লাগে? কিন্তু ইসলামে ভালোবাসার একটি ইউনিক শর্ত আছে। ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহর জন্য। যে মানুষটাকে ভালোবাসি তার গলায় যদি ইসলামবিদ্বেষের লকব ঝুলে তাহলে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী "তোমার কাছে কোন সংবাদ আসলে যাচাই করে দেখ" নীতিটা অনুসরণ একান্ত কর্তব্য। তাই সরাসরি তার সাথে কথা বলার সুযোগ হওয়াতে সুযোগটার অসদ্ব্যবহার করিনি। ওনার সাথে ঢাকায় কি কথা হয়েছে তা আমি আমার আগের দুটো আর্টিকেলে লিখেছি। বলেছিলাম সিলেটে গিয়ে তার সাথে দেখা করব এবং তিনিও বলেছিলেন সময় দিবেন।

ইসলামিক একটা কনফারেন্স যোগ দেয়া এবং সিলেট ঘুরে আসার একটা সুযোগ লুফে নিলাম। স্যারের (?) সাথে দেখা করার জন্য গেলাম পাহাড় আর সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাসে। স্যার (?) আমাকে দেখে চিনলেন। বুঝাই যাচ্ছিল তিনি একটা প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত তাই দুপুরের পর সময় দিলেন। আমি এবং আমার এক বড় ভাই গেলাম ওনার অফিসে। আমার সোজাসাপ্টা প্রশ্ন, ওনার কখনো সাধাসিধে,কখনো দ্বিধাগ্রস্ত কখনো প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া উত্তর, ফলশ্রুতিতে আমার প্রত্যুত্তরে কখন যে আধাঘন্টা চলে গেল টেরই পাই নি। এই কথাবার্তায় তার চিন্তাচেতনায় অনেক কিছুই প্রতিফলন ঘটেছে। আমার অনেক ভাই সেগুলো নিয়ে লিখতে বললে কেন যেন ওনাকে নিয়ে আর লেখার রুচি হয় নি। তবে তার চিন্তাচেতনার সাথে পরিচিত হওয়া এবং ইসলাম নিয়ে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া আমার মত তার লেখাপ্রেমী মানুষদের অধিকার বলেই

আমার মনে হয়। তার সাথে যে কথা হয়েছিল যতটুকু মনে পড়ছে তার চুম্বক অংশগুলো তুলে ধরছি।

আমার প্রশ্ন ছিল আপনি হিজাব,ইসলামী রাজনীতি বিভিন্ন বিষয়ে যে লেখা লিখেছেন সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছে।স্যার, আপনি কি শুধু শুধু বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছেন না?

যারা স্বাধীনতাবিরোধী,গোঁড়া তারাই এসব বলে বেড়ায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননা বলেই জানান। তিনি আরো জানান মানুষদের জন্য কাজ করাটাই মুখ্য বলে তিনি মনে করেন। হিজাব,নামায এগুলোকে তিনি অবশ্যপালনীয় বলে মনে করেন না। তিনি বলেন কোরআনে আছে ***“বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ ছোট গোনা ক্ষমা করে দিবেন”*** (নিসা-৩১,নামল-৩২) (তিনি উঠে আইপ্যাড/ট্যাব নিয়ে সেখান থেকে কোরআনের সে আয়াত খুঁজেও আমাদের দেখান),

আমি প্রশ্ন করেছিলাম বড় গোনাহ কোনটা সেটা কে ডিফাইন করবে? আল্লাহইতো করবেন। তিনি জানান তিনি মনে করেন খুন,ধর্ষন,অত্যাচার এগুলো বড় গুনাহ এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

-আমি আবারও বললাম“কিন্তু আমাদের তো কোরআন হাদীস থেকেই সব নিতে হবে” (বুঝলাম এ বিষয়ে তাকে বুঝানো কঠিন হবে)

তিনি মনে করেন কোরআনের বিজ্ঞানের বিষয়গুলো রুপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কোরানে বৈজ্ঞানিক কিছু আছে বলে তিনি মনে করেননা। তাফসীরকারকরা বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে চায়। তিনি মনে করেন কোরআন বৈজ্ঞানিক কিছু অসামঞ্জস্যতা আছে কিন্তু যদি আমরা সেগুলোকে রুপক হিসেবে ধরি তাহলে কোন সমস্যা থাকেনা।

আমি তার কাছ থেকে উদাহরণ চাইলে তিনি বলেন "কোরানে সাত আসমানের কথা বলা আছে কিন্তু সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য নয়"

আমি বললাম, স্যার মরিস বুকাইলি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে 'সাত' বলতে অনেক বুঝানো হয়েছে এবং আপনি জানেন 'সাত' বলতে অনেক ট্রাডিশনে 'অনেক' বুঝানো হয়। কোরআনে অনেককিছু রুপকভাবে উপস্থাপন করলেও অনেক বৈজ্ঞানিক ইনডিকেশন আছে। তিনি বললেন, এটা তোমার মতামত। তুমি তোমার মত করে গ্রহণ করতে পার।

কথা প্রসংগে তিনি সৌদি আরবের মাথা কাটা আইনটিকে বর্বর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ যুগে এভাবে হত্যা,মৃত্যুদন্ড মধ্যযুগের বর্বরতা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম "স্যার আপনি কি মৃত্যুদন্ডের বিরোধী? এখন অনেক মানবাধিকারকর্মী মৃত্যুদন্ডকে অমানবিক মনে করেন। স্যার, আপনি কি বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ্, মানবতা বিরোধীদের ফাঁসি চাননা? আমি চাই। তাহলে মৃত্যুদন্ডকে অমানবিক বলার কোন গ্রাউন্ড থাকেনা"।

- তিনি জানান এভাবে প্রকাশ্যে করাটা অমানবিক।

-গোপনে দিলে কতটুকু লাভ? বড়জোর আসামীকে এ ধরনের কাজ ফারদার যেন না করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু ইসলামের দর্শন ভিন্ন। ইসলাম একজনকে তো কাজের ফলাফলস্বরুপ শাস্তি দিবেই সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষকে সতর্ক করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আমি তাকে বললাম- "স্যার সৌদি আরবে অনেক কিছুই ইসলামিক আইন অনুযায়ী চলেনা। তবে আমার জানামতে এই আইনটি ইসলাম থেকেই নিয়েছে। তাদের মনগড়া না। তাহলে কি আপনি বলবেন ইসলামের আইন বর্বর?"

-*"তখনকার অনেক কিছুই এখনকার সময়ে এপ্লিকেবল না। মনে কর ইসলামে দাসপ্রথা এটা তো আধুনিক বিশ্বে চলবে না।এখন কাউকে দাস বানিয়ে রাখা যাবে না"*

-স্যার,দাসপ্রথা ইসলামের কিছুনা। আরবে এই প্রথার প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে এটাকে আস্তে আস্তে উচ্ছেদ করেছে। এখনকার দাসমুক্ত বিশ্ব ইসলামের অবদান। ইসলাম আসার পর কিছু জিনিস সরাসরি নিষেধ করে দিয়েছে যেমন যেনা ব্যবিচার,কিছু জিনিস ধাপে ধাপে মহানবী (সঃ) এর সময়ই নিষিদ্ধ হয় যেমন মদ। আর কিছু জিনিস

এমনভাবে ধাপে ধাপে নির্মূলের ব্যবস্থা করে যা মহানবী (সঃ) এর অনেক বছর পর শেষ হয়। আপনি জানেন দাসপ্রথাটা আরবদের অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত একটা ব্যাপার ছিল। এখন সরাসরি এসে এটাকে নিষিদ্ধ করতে গেলে অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ত। যার রুট অনেক গভীরে তাকে নির্মূলে অবিবচকের মত আইন করলে তো হবে না।

-এটা তোমার ব্যাখ্যা বলে আমার কথাটাকে কিছুটে উড়িয়েই দিলেন মনে হল।

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম- একটা দেশ/সমাজের জন্য ধর্মকে আপনি কতটুকু প্রয়োজন মনে করেন?

-দেখ, ধর্ম ছাড়া অনেক দেশ খুবভালভাবে চলছে। (সম্ভবত তিনি আলজেরিয়ার উদাহরন দিয়েছিলেন।)

-স্যার, আমি আলজেরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানি না তবে এমন কিছু অতীত ইসলামী সমাজের উদাহরণ আমি দিতে পারব যেখানে মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে এবং ন্যায়বিচার কায়েম হয়েছিল।

-তিনি জানান,ধর্মকে আমি ব্যক্তিগত বিষয় মনে করি,যখন আমি খুব কষ্টে থাকব তখন আল্লাহকে ডাকতে পারি মানসিক প্রশান্তির জন্য যখন সুখে থাকব মানুষের জন্য কাজ করে যাব।

[একদিন কোরাআনের সূরা যুমারের ৮নং আয়াতটি পড়তে গিয়ে বারবার তার সে কথাগুলো মনে পড়ে। এখনও এ আয়াতটি পড়তে গিয়ে তার চেহারাটা ভেসে উঠে। *“যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে”।*

এরকম কিছু জায়গায় কোরআনটাকে আমার এত বেশি জীবন্ত মনে হয় ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না]

-স্যার আমি ধর্মকে মানি বলেই মানবসেবায় ব্রতী হই। যখন সূরা মাউন পড়ি তখন আমি উপলব্ধি করি ইয়াতীম,মিসকীনদের জন্য কিছু করা উচিৎ। সূরা বাকারায় আছে ঘুষ খাওয়া যাবেনা। এগুলো একটা সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

ওনার ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। আমরা কক্ষ প্রস্থান করার জন্য মোটামুটি প্রস্তুতি নিলাম। এরি মধ্যে অন্য ইউনিভার্সিটির/কলেজের কয়েকটা মেয়ে

স্যারের রুমে এসে বলল স্যার আমরা আপনার ফ্যান এবং তার স্তুতিমূলক কিছু কথাবার্তা। মেয়েরা বলল “স্যার আপনার সাথে আমরা ফটো তুলতে চাই”, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সত্যিই, বাংলাদেশের এমন বিজ্ঞজনকে কাছে পেলে সবাই ফটো তুলতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের সাথেও ক্যামেরা ছিল। কেন যেন আমাদের দুজনের মধ্যে একজনেরও সেই ইচ্ছাটা জন্মায়নি।

-আসার পূর্বে বড় ভাই বলল "স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে"

-বলো।

-“কোনটা রাইট,ধর্ম ত্যাগ করা নাকি সত্য ত্যাগ করা?”

-স্যার ভেবেছিল আমরা তাকে কথার মারপ্যাঁচে আটকাতে চাচ্ছি।

-তিনি দু তিনমিনিট চিন্তা করলেন। এরিমধ্যে মেয়েগুলোর সাথেও কথা বলছিলেন। তারপর বললেন এটা ‘ফিলোসোফিক্যাল ব্যাপার’,এবং রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। আমরাও তার পেছন পেছন বের হয়ে গেলাম।

ভাই আমাকে বললেন, মুজাহিদ তুমি প্রশ্নটির উত্তর দাও।

-আমি বললাম ধর্ম ত্যাগ করা। কিন্তু আমি জানি *‘যে ধর্ম স্রষ্টা প্রদত্ত, সেটা সত্য। এবং ইসলামই সেই স্রষ্টাপ্রদত্ত সত্য ধর্ম।*

পুনশ্চঃ অনেক ভায়েরা এ কথোপকথনটি দেয়ার জন্য অনেক আগ থেকেই তাগিদ দিচ্ছিল। আসলে ওনাকে নিয়ে ফারদার কিছু বলতে ভাল লাগছিল না।

যেহেতু দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে অনেক আগে। দুএকটা শব্দ ভুলে গেলেও মুল ব্যাপারটি মাথায় আছে আর দুএকটা জিনিস আবারো ভাইকে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। আমি জানি মিথ্যা বললে আল্লাহর কাঠগড়ায় তো আমাকে দাঁড়াতে হবেই।

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭

"...মাঝেমধ্যে এত কাছে থেকে এত তীব্র গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই যে মনে হয়, এই বুঝি সেগুলো আমাদের গায়ে এসে লাগবে। এ রকম সময়ে কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা যায় না, তাই কিছু একটা করার উদ্দেশ্যে একটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ঘরের উঠানে একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলা হলো। ট্রেঞ্চের ওপরে একটা ঢেউটিনের আস্তরণ। যখন গোলাগুলির শব্দ খুব বেড়ে যায়, তখন বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সেই ট্রেঞ্চের ভেতর বসে থাকি......"

কথিত আছে, বাল্মিকীকে যখন রামায়ন লিখতে বলা হয়েছিল তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, আমি ডাকাত মানুষ, রামের সম্পর্কে কিছুই জানি না। তখন তাকে বলা হলো,

"কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন।"

কল্পনাকে ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার রামায়নিক ট্র্যাডিশন ধরে রাখায় রাম দেবতার ভক্তদের পক্ষ থেকে স্যারকে লাল সালাম।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় লুকিয়ে না থেকে যুদ্ধ করে মরে গেলে আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাত?

বহু বছর আগে কলোনীতে একটা বাগান বানিয়েছিলাম। বাগানে পানি জমে যেত বলে ভাবলাম একটা মাটির ড্রেন বানিয়ে বড় ড্রেনে পড়ার রাস্তা বানিয়ে দিই। কোদাল কিনে আনলাম।

ড্রেন বানানো হয়নি। খামোকা কলোনীর পোলাপান নিয়ে কোপাকুপি হয়েছিল। কেউ যদি বলে সে কোদাল দিয়ে 'ট্রেঞ্চ' খুঁড়েছে, সম্ভাবনা আছে সে 'ট্রেঞ্চ' কী বোঝে না। গর্ত মানে ট্রেঞ্চ না রে পাগলা। খাটের তলায় বসে মুক্তিযুদ্ধ করলে এমনই হয়।

আমার বড়মামাকে ১৯৭১ সালে পাক আর্মি ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পরে আর পাওয়া যায়নি খুঁজে। গুম হয়ে গিয়েছিলেন। এ তথ্যটা আগে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো কথা বলার আগে বলে নিতে হতো। শহীদ মামার ভাগনে আমি। আমার অনেক চেতনা।

এখন আর এ কথাটা বলা হয় না। লজ্জা লাগে। নিজেকে টাউট-বাটপার মনে হয় মামার মৃত্যুর কথাটা তুললে।

স্যার জাফররা মানুষের মৃত্যুকে, মানুষের আত্মত্যাগকে একটা হাস্যকর অবস্থায় নিয়ে গেছে। শুধুমাত্র নিজেদের সস্তা স্বার্থের জন্য। একটা পলিটিকাল ন্যারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য। প্যাথেটিক।

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

২২ ডিসেম্বর, ২০১৭।

SUST
Shahjalal U
ce & Technology
INTRODUCING
RIBO
THE FIRST
SOCIAL ROBOT IN
ADESH
www.r
Therap

হক কথা ফক করে বের হয়ে যায় - মর্মে একটা বাংলা প্রবাদ আছে।

যেমন ধরেন আপনি দেখলেন একটা রোবট কিন্তু সে নাকি কৃত্রিমভাবে বুদ্ধিমান।

আপনি বিসিএস টাইপের হলে হয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবেন, বলো তো ঘানার রাজধানীর নাম কী?

আপনি কবি টাইপের হলে হয়ত বলবেন, তোমার প্রিয় ছড়া/কবিতাটা আবৃত্তি করো তো।

আপনি বিজ্ঞানী হলে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার প্রসেসরের ক্লক স্পিড কত?

আপনি ব্যবসায়ী হলে হয়ত খোঁচাবেন, তোমাকে যারা বানিয়েছে তাদের রেভেনিউ মডেলটা কি বাছা?

আপনি অংকের শিক্ষক হলে হয়ত জানতে চাইবেন, তুমি ক্যালকুলাস পারো?

আপনি আইটি লাইনের হলে হয়ত বলবেন, কোন কোন ফ্রেমওয়ার্কএ কাজ করতে পারো?

আপনি লেখক হলে হয়ত জানতে চাইতে পারেন তার প্রিয় বই কোনটা?

স্যার জাফর ইকবালকে মেড ইন বাংলাদেশ সামাজিক রোবট, **Ribo** এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরে তিনি প্রথম যে কথাটা বললেন, "নাচো, ড্যান্স করো।"

সিরিয়াসলি? একটা বুদ্ধিমান, হোক কৃত্রিম, রোবটকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে নেচে? ড্যান্স করে?

রোবটের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ডজনখানেক সায়েন্স ফিকশন বই এর লেখক এত নীঁচুমানের চিন্তাভাবনা নিয়ে আমাদের প্রজন্মের বুদ্ধিমান ছেলেপেলের আদর্শ কীভাবে হলেন ভেবে পাই না।

তাঁর ইসলামবিদ্বেষ অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের স্যার জাফরকে নিয়ে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। তিনি ইসলাম জেনে বুঝে মুসলিম হয়ে গেলে আমাদের খুশির সীমা থাকবে না।

স্যার জাফর ইকবালকে যারা এখনও মুক্তিযুদ্ধ, গণিত অলিম্পিয়াড ইত্যাদির পর্দা দিয়ে ঢেকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেন তাদের জন্য করুণা হয়। দুঃখজনক।

লেখকঃ আরমান ইবনে সোলাইমান

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭।

রাসুল(সা.) কিছু কিছু মানুষের কথাকে 'সিহর' বা জাদু বলেছেন। জাদু শব্দটা বাংলা ভাষায় কখনও কখনও পজেটিভ অর্থ নির্দেশ করলেও আরবি কিংবা ইসলামি পরিভাষায় সর্বদাই জাদু মন্দ বা ক্ষতিকর অর্থ নির্দেশ করে।

জাফর স্যার কিংবা শাহরিয়ার কবিরেরা অতি মার্জিত, সুন্দর ভাষা আর শব্দ নিয়ে খেলতে পারেন। কথার জাদুতে কেমন মায়া মায়া একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে আমাদের তারা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান সেই কৈশোর থেকে। ভালো-খারাপের ফিল্টার শেখান হাতে-কলমে।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ভয়াবহ রকমের দুর্ভাগা। যে পত্রিকায় জাফর স্যারের মুক্তিযুদ্ধের টান টান উত্তেজনাপূর্ণ গল্প পড়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সবক নিতে শিখি সেই একই পত্রিকায় বিনা চিকিৎসায় তড়পাতে তড়পাতে মুক্তিযোদ্ধার মরে যাবার গল্পটা

freepdfboi.com freepdfboi.com

এড়িয়ে যাই। যেন এ ত হবারই ছিল। কিচ্ছু না বস...অতি স্বাভাবিক ব্যাপার!

বীরশ্রেষ্ঠদের পরিবারেরা আজ কোথায় কেমন ভাবে ভিক্ষার জীবনযাপন করে তার খন্ডিত কাটখোট্টা সংবাদ আমাদের নাড়া দেয় না। নাড়া দেয় কথার যাদুতে মুক্তিযুদ্ধের গল্পকারদের আলা-ভোলা কাহিনি।

গল্পের আসরগুলো কখন যে মুক্তিযোদ্ধাদের চাইতেও এর গল্পকারদের শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছে তা আমরা টেরও পাইনি।

বুক ফুলিয়ে খাটের তলা আর মুরগী সাপ্লাই সেক্টরের লোকেরা আজ বিজয় দিবস নিয়ে বীরত্বগাথা রচনা করেন। সেই বীরত্বগাথা পড়ে আকণ্ঠ চেতনা গেলা জেনারেশন 'ভিজে দিউয়াস' কে ভ্যালেন্টাইনস ডে ভেবে হিন্দি গান ছেড়ে রাস্তায় নাচানাচি করে। অবশ্য এমনটা হওয়াই স্বভাবিক। যে স্যার রোবট দেখে বলে উঠেন ড্যান্স করো ত, সেই স্যারের চেতনাধারী ভাইদের কাছে এর চাইতে আর বেশি কিছু আশা করাটাই বোকামি....

আফটার অল চেতনাজীবি-চেতনাজীবি ভাই ভাই।

তাহাদের নকলনামা.......

লেখকঃ আরিফ আজাদ

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

'হুমায়ুন আজাদ পর্ব'

আমাদের চেতনা মহলের কাছে দেবতাতুল্য একটি নাম 'হুমায়ুন আজাদ'। ধর্মকে একহাত নেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই লোক। সমসাময়িক লেখক,কবিদের অনেকের মতে উনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'অহঙ্কারী' লোক। এতোই অহমিকা আর ঔদ্ধত্য নিয়ে চলতেন যে, নজরুল-রবীন্দ্রনাথকেও একহাত নিতে ছাড়তেন না তিনি। তার এই ঔদ্ধত্য, অহঙ্কারের কারণ ছিলো তার লিখতে পারার ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতা আসলে কতোটুকু নিজের, তা একবার ফাঁস করে দিয়েছিলেন প্রয়াত লেখক আহমদ ছফা।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আহমদ ছফা সম্পর্কে বলে নিই খানিকটা। আহমদ ছফাকে চিনে না বাংলায় এমন সাহিত্যবোদ্ধা বা সাহিত্যপ্রেমী খুঁজে পাওয়া ভার। আহমদ ছফা নিজে ছিলেন একজন নাস্তিক। কিন্তু, অন্যান্যদের মতো ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না মোটেই। লিখেছেন সমাজের কথা, সমাজের মানুষের কথা। শুধু লিখেই ক্ষান্ত হন নি, সমানভাবে বলেওছিলেন। অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যতোদিন বেঁচে

ছিলেন কারো তাবেদারী, দালালী করেন নি। মাথা উঁচু করে বেঁচেছিলেন। লিখেছেন কম, তবে যা লিখেছেন, তার অধিকাংশই বাংলা সাহিত্যে মাস্টারপিস।

যাহোক, আহমদ ছফাকে নিয়ে হুমায়ুন আজাদ তার এক সাক্ষাৎকারে বিরূপ মন্তব্য করলে ছফা 'মানবজমিন' পত্রিকায় নিচের কথাগুলো লিখেন-

"২১ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে আসছে বোঝা গেল। হুমায়ুন আজাদ 'মানবজমিন' এ একটা উত্তেজক সাক্ষাৎকার দিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির বাংলা একাডেমীর বইমেলায় যে আসল কনসার্ট শুরু হবে, এ সাক্ষাৎকারে তার শিক্রিনিধ্বনি শোনা গেল মাত্র। এটাও একরকম অবধারিত, মেলায় আজাদ সাহেবের একটা কিংবা একাধিক বই প্রকাশিত হবে। এ সাক্ষাৎকারটি সে অনাগত গ্রন্থ বা গ্রন্থাদির শুভ জন্মবার্তা যদি ঘোষণা করে, তাতে অবাক বা বিস্মিত হওয়ার খুব বেশি কিছু থাকবে না। মোটামুটি বিগত ৮/১০ বছর ধরে তিনি দিগ্বিজয়ের যে কলাকৌশলগুলো ব্যবহার করে আসছেন, সেগুলো সকলের কাছে সুপরিচিত।

প্রাচীনকালে রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞের মাধ্যমে নিজেদের একচ্ছত্র প্রতাপ ঘোষণা করতেন। আমাদের কাছে যাঁরা রাজা হয়ে থাকেন, তাঁদের ভূখা-নাঙ্গা মানুষের ভোটের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের যুগে রাজা নেই, কিন্তু হুমায়ুন আজাদ রয়েছেন। বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব হত্যার যে অভিনব কৌশলটি তিনি বেশ কিছুদিন ধরে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছেন, যা তাকে এমন একটা ঔদ্ধত্যের অধিকারী তুলেছে, তাঁর সামনে সাহিত্য ব্যবসায়ী সমস্ত মানুষকে থরহরি বলির পাঁঠার মতো কম্পমান

থাকতে হয়। এ সাক্ষাৎকারটিতেও হুমায়ুন আজাদ অনেক নামিদামী মানুষকে উষ্ণীষ বাক্যের খড়-খড়গাঘাতে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা হুমায়ুন আজাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন, এক সময়ে তাঁদের অনেককে তিনি ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উপকার করলে অপকারটি পেতে হয়- এই আপ্তবাক্যটি হুমায়ুন আজাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। শুয়োরের বাচ্চার যখন নতুন দাঁত গজায়, সে তখন বাপের পাছায় কামড় দিয়ে শক্তি পরীক্ষা করে। হুমায়ুন আজাদের কোন উপকার আমি কোনদিন করিনি, তথাপি কেন তিনি অনুগ্রহটা করলেন, সেটা ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। সত্য বটে, একবার তাঁকে আমি সজারুর সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। সেটা একটুও নিন্দার্থে নয়। আসলেই হুমায়ুন আজাদ একটা সজারু। বাঘ, সিংহ কিংবা অন্যকোন হিংস্র প্রাণী নয়। লেখক হিসেবে আমি যে কত সামান্য সেটা অনেকের চাইতেই আমি অনেক বেশি ভাল জানি। অনেকে আমার নাম উল্লেখই করেন না। অন্তত হুমায়ুন আজাদ গাল দেয়ার জন্য হলেও আমার অস্তিত্বটা অস্বীকার করেননি, সেজন্য হুমায়ুন আজাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর এটা একটুও মিথ্যে নয় যে, আমি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কাটাই। আমার জন্তু-জানোয়ারের সংগ্রহশালাটি যদি আরো বড় হত, সেখানে আজাদের জন্যও একটা স্থান সংরক্ষণ করতাম।

হুমায়ুন আজাদ এ সাক্ষাৎকারে নিজের অনেক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিনি একজন কবি, ভাষাবিজ্ঞানী, অধ্যাপক, উপন্যাস লেখক, প্রবন্ধকার, সমালোচক ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তাঁর অনেকগুলো পরিচয় ঢেকেও রেখেছেন। সেগুলো হল- হুমায়ুন আজাদ হলেন একজন স্ট্যান্ডবাজ, পরশ্রীকাতর এবং অত্যন্ত রুচিহীন নির্লজ্জ একজন মানুষ।

হুমায়ুন আজাদ কী পরিমাণ নির্লজ্জ সে সম্পর্কে তাঁর নিজের কোন ধারণা নেই। আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব।

একবার হুমায়ুন আজাদ ভাষাবিজ্ঞানের ওপর থান ইটের মত প্রকান্ড একখানা কেতাব লিখে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করলেন এবং যত্রতত্র বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, আমার সমান ভাষাবিজ্ঞানী বাংলাভাষায় কস্মিনকালেও আর একজন জন্মাননি। তার অনতিকাল পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মিলন কান্তি নাথ নামে আর একজন অধ্যাপক প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে অকাট্য প্রমাণ হাজির করে দেখালেন যে, হুমায়ুন আজাদের এ ঢাউস বইটা আগাগোড়াই চৌর্যবৃত্তির (নকল করে লেখা) ফসল। ওই রচনা যাঁরা পড়েছেন, বাংলা একাডেমীর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন, আপনারা এমন একটা বই কেন প্রকাশ করলেন, যার আগাগোড়া চৌর্যবৃত্তিতে ঠাসা? বাংলা একাডেমী হুমায়ুন আজাদের বই বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিলেন এবং বিক্রয় বন্ধ করলেন আর হুমায়ুন আজাদের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করলেন,- "আপনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়েও কেন আগাগোড়া একটি নকল গ্রন্থ একাডেমীকে দিয়ে প্রকাশ করিয়ে একাডেমীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেললেন?"

হুমায়ুন আজাদের 'নারী' বহুল আলোচিত গ্রন্থ। আমি নিজেও এক কপি কিনেছিলাম। কিন্তু কিনে মুশকিলে পড়ে গেলাম। বইটি এতই জীবন্ত যে, মাসে মাসে রক্তশ্রাব হয়। অগত্যা আমাকে বইটি শেলফ থেকে সরিয়ে রাখতে হল। হুমায়ুন আজাদ দাবি করেছেন, এটা তাঁর মৌলিকগ্রন্থ।

আমার একটুখানি সংশয় জন্ম নিয়েছিল। তাহলে সিমোন দ্যা বোভেয়ার (একজন ব্রিটিশ মহিলা দার্শনিক) কী করছিলেন? পরবর্তী গ্রন্থ 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' প্রকাশিত হওয়ার পরে আমার সব সংশয় ঘুচে গেল। হুমায়ুন আজাদ অত্যন্ত বিশ্বস্ততারসহকারে সিমোন দ্যা বোভেয়ারের বই বাংলাভাষায় নিজে লিখেন। সমস্ত মাল-মসলা সিমোন দ্যা বোভেয়ারের। হুমায়ুন আজাদ এই বিদূষী দার্শনিক মহিলার পরিচ্ছন্ন রুচি এবং দার্শনিক নির্লিপ্ততা কোথায় পাবেন? কুরুচি এবং অশ্লীলতাটুকুই এই গ্রন্থে হুমায়ুন আজাদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ। এ বিষয়ে আরো একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। 'নারী' গ্রন্থটি যখন বাজেয়াপ্ত করা হল আমরা লেখকরা মিলে প্রস্তাব করলাম এ ধরণের গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাব। আদালতে মামলা করব। কিন্তু হুমায়ুন আজাদ পিছিয়ে গেলেন। তখন ধরে নিয়েছিলাম হুমায়ুন আজাদের সৎসাহসের অভাব আছে। 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' প্রকাশিত হওয়ার পর আসল রহস্য বুঝতে পারলাম। মামলায় লড়ে 'নারী' গ্রন্থটি বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা গেলেও আর্থিকভাবে হুমায়ুন আজাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কারণ এই লেখার যতটুকু চমক প্রথম বছরেই তা নিঃশেষ হয়েছিল। নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলেও পাঠকের বিশেষ চাহিদা থাকবে না। 'নারী' গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে হুমায়ুন আজাদ নতুন একটা জালিয়াতি করলেন। সে একই বই ভিন্ন নামে ভিন্ন মোড়কে প্রকাশ করলেন। বাংলাদেশে মহাজ্ঞানী-মনীষী হতে হলে এই ধরনের কত রকম ফন্দি-ফিকির করতে হয়! কত রকম ফন্দি-ফিকির শিখতে হয়!

হুমায়ুন আজাদ একটা দাবি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে করে আসছেন, (তা হলো) তিনি পশ্চিমা ঘরানার পন্ডিত। এতদঞ্চলের নকলবাজ, অনুকরণসর্বস্ব পল্লবগ্রাহী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর 'আমার অবিশ্বাস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হল। প্রয়াত বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ঊনত্রিশ বছর বয়সে যে গ্রন্থটি 'Why I am not a christian' লিখেছিলেন, তার বঙ্গীয় সংস্করণ প্রকাশ করে সর্বত্র আস্ফালন করে বেড়াতে লাগলেন এটা তার মৌলিক কীর্তি। কী করে পশ্চিমা ঘরানার পন্ডিত হতে হয়, এ সময়ের মধ্যে হুমায়ুন আজাদ তার এক সহজ ফর্মুলা উদ্ভাবন করে ফেলেছেন। স্বর্গত পশ্চিমা লেখকদের লেখা আপনার মাতৃজবানে অনুবাদ করবেন এবং তার সঙ্গে খিস্তি-খেউর মিশিয়ে দেবেন। তাহলেই আপনি পশ্চিমা ঘরানার পন্ডিত বনে যাবেন।"

আহমদ ছফা

মানবজমিন, ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

'জাফর ইকবাল পর্ব'

জাফর ইকবাল বিরোধী যারা আছে, তারা উনার নামে নানান সময়ে নানান কিছু রটিয়ে থাকে।

উনার সাথে আদর্শিক এবং মতপার্থক্যগত দ্বন্ধ হেতু এরা এসব করে থাকতে পারে। এসবের কতোটুকু সত্য, কতোটুকু মিথ্যা তা নির্ণয়ে যাবো

না। তবে, জাফর ইকবালের বিরুদ্ধে লেখাচুরি বা আইডিয়া চুরির একটি পুরোনো অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে নয়, উনার স্বপক্ষের কারো কাছ থেকে যদি এই অভিযোগ শুনি, কেমন দেখাবে?

জার্মান প্রবাসী নাস্তিক ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীনকে অনেকেই চিনেন। সেই আসিফ বেশকিছু বছর আগে সামু ব্লগে জাফর ইকবালের লেখাচুরির ঘটনা নিয়ে বিরাট এক আর্টিকেল লিখেছিলেন।

মুশকিল হলো, খুব সম্প্রতি আসিফ অথবা ব্লগ কর্তৃপক্ষ সেই লেখাটি মুছে দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যগুণে, লেখাটি আমি অনেক আগেই সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। আজকে কাজে লেগে গেলো।

যাহোক, নিচে আসিফের লেখাটি হুবহু তুলে ধরছি।

ব্লগে অই লেখাটি আর নেই। তবে, 'প্রজন্ম চত্বর' নামের একটি পেইজ এই লেখাটি শেয়ার করেছিলো তখন। সেটা রয়েছে। আগ্রহীদের সেই লিঙ্ক দেওয়া যাবে।

আসিফ লিখেছে-

"মুহাম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কে লিখেছিলাম, যা সম্পর্কে কয়েকজন বন্ধু আপত্তি তুলেছেন এবং রেফারেন্স দেখতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গ হচ্ছে, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের কোন লেখা নাম উল্লেখ না করেই বিদেশি কোন বইয়ের বা গল্পের হুবহু বা আংশিক অনুবাদ, বা

কপি, বা কয়েকটি গল্প থেকে টুকে নেয়া কিনা। সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করছি।

সমস্যা হচ্ছে, এই সম্পর্কে কিছু লিখতে যাওয়াটাই বিপত্তিকর। মুহাম্মদ জাফর ইকবাল সম্পর্কে এমনিতেই এক শ্রেণির মানুষ সদাসর্বদা মুখিয়ে থাকেন, কখন তারা উনাকে এক হাত নিতে পারবে। এরকম পরিস্থিতিতে জাফর ইকবাল সম্পর্কে কোন অভিযোগ তোলা আসলে সেই সব জামাত শিবির ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের পক্ষেই চলে যায়। কিন্তু তারপরেও কিছু বিষয় প্রকাশ জরুরী হয়ে পরে, এবং এই সমালোচনাটা মুহাম্মদ জাফর ইকবালকে খাটো করার উদ্দেশ্যে নয়। বরঞ্চ মনে করি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তার গুরুত্ব বৃদ্ধিই করবে। মুহাম্মদ জাফর ইকবাল শুধুমাত্র একজন সায়েন্স ফিকশন লেখক নন, তিনি এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। বর্তমান সময়ে তিনি ধর্মান্ধ জামাত শিবির ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর মূর্তিমান আতংক। সদাহাস্যমুখ একজন নিপাট ভদ্রলোক কীভাবে অস্ত্রধারী মৌলবাদীদের ত্রাস হয়ে উঠতে পারে, তা খুবই অনন্য ঘটনা। হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কেও একই ধরণের অভিযোগ এসেছিল, শ্রদ্ধেয় আহমদ ছফা নিজেই হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। এবং হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কেও কিছু বিষয়ের সত্যতা পাওয়া যায়, উনার কয়েকটি প্রবচন হুবহু ইউরোপীয় কয়েকজন নারীবাদী কিংবা দার্শনিকের বাণী থেকে অনুদিত। আচ্ছা, সে নিয়ে আরেকদিন লেখা যাবে। আপাতত মুহাম্মদ জাফর ইকবালের লেখার সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ একটি লেখার বিবরণ দিচ্ছি। উল্লেখ্য, এরকম আরো অনেকগুলো উদাহরণ হাতের কাছে একসময় জড়ো করেছিলাম, কিন্তু দিনশেষে তা জামাত শিবিরের কাজে আসবে মনে করে আর লেখা হয়ে ওঠে নি। আজকে একটিমাত্র উদাহরণ

দিচ্ছি।

২০০৪ সালে মুহাম্মদ জাফর ইকবাল একটি সায়েন্স ফিকশন লেখেন, বইটার নাম অবনীল। কাহিনীটা অনেকটা এরকমঃ

ভবিষ্যৎ সময়কাল। একটি মহাকাশযানে করে কিছু মহাকাশযাত্রী যাচ্ছে। সেই মহাকাশযানটিতে তাদের সাথে রয়েছে একদল বন্দী, যাদেরকে বলা হয় নীল মানব। এই নীল মানব হচ্ছে মানুষের বিচ্ছিন্ন একটি হিংস্র প্রজাতি, যারা নিজেরাই নিজেদের এক ধরণের বিবর্তন ঘটয়ে নিয়েছে। মানুষের সাথে এই নীল মানবের ভয়ংকর সংঘর্ষ এবং শত্রুতা। এরা একে অন্যকে পেলেই হত্যা করে। এরকম কিছু নীল মানবকে বন্দী করে মহাকাশযানটি যাচ্ছে। নীল মানবরা পালাবার চেষ্টা করার সময় মহাকাশযানটির সবাই মারা যায়, বেঁচে থাকে একটি নীল মানব এবং একজন মহাকাশযাত্রী। মহাকাশযানের নিরাপত্তা প্রসেসর বারবার নীল মানবটিকে হত্যা করতে বলার পরেও যেই মেয়ে মহাকাশযাত্রীটি বেঁচে ছিল সে তা করে না। তারা একটি গ্রহে নামে, যেই গ্রহটিতে বুদ্ধিহীন কিছু নৃশংস প্রাণী বসবাস করে।

নিজেদের বিবর্তিত করে ফেলার কারণে নীল মানবগুলো মানুষের চাইতে বেশি শক্তিশালী, তাদের সারভাইভিং ক্ষমতা বেশি, তারা অন্ধকারেও চোখে দেখে, এবং তাদের ফুসফুস সাধারণ মানুষের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় হবার কারণে বেশিক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারে। অন্ধকারে দেখতে পাবার কারণে তাদের চোখে এক ধরণের চশমা পরতে হয়। গ্রহটিতে

নামার পরে হঠাৎ করেই গ্রহটি অন্ধকার হয়ে যায়, এবং এক ধরণের ধারালো মুখের প্রাণী তাদের আক্রমণ করে। প্রাণীগুলো একই সাথে সরীসৃপ কিংবা কীটের মত মনে হয়। অন্ধকারেও নীল মানবটি দেখতে পাবার কারণে সে দেখতে পায় সেই বড় বড় প্রাণীগুলোকে। পালাবার সময় তারা আবিষ্কার করে, সেই প্রাণীটি আসলে অন্ধকারের জীব এবং আলো ভয় পায়। আলোতে তাদের চামড়া পুড়ে যেতে থাকে। তারা মহাকাশযানটির এনার্জি ব্যবহার করে আলো জ্বালতে শুরু করে। টর্চ লাইট দিয়ে রাস্তায় আলো ফেলতেই প্রাণীগুলো রাস্তা থেকে চিৎকার করে সরে যেতে থাকে।

পরে জানা গেল, এই গ্রহে মানুষ থাকতো, কিন্তু জ্বালানী শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা মারা পরে আলো না জ্বালাতে পারার কারণে। ষাট কিলোমিটার দূরে তাদের একটি স্টেশন রয়েছে। সেখানে তারা যায় একটি যোগাযোগ মডিউল ঠিক করতে, কিন্তু ফেরার সময় দেখে গ্রহটি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আর ধেয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ হিংস্র প্রাণী। সেই হিংস্র প্রাণীগুলোর বিরুদ্ধে এই দুইজন মানুষ যুদ্ধ করতে করতে হিংস্র নীল মানবের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। মেয়েটাও বুঝতে পারে নীল মানবদের হিংস্রতা আসলে নিজেদের টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই। হিংস্র নীল মানবটি যে হিংস্র হলেও এত খারাপ কিছু না তা মেয়েটি বুঝতে পারে। তাদের মধ্যে এক ধরণের মানবিক সম্পর্ক তৈরি হয়, প্রেম হয় এবং মেয়েটিকে জীবন বাজি রেখে রক্ষা করার পরে শেষ পর্যন্ত নীল মানবটি মারা যায়।

এবারে আসুন আরেকটি গল্প শুনি। ২০০০ সালে একটি সিনেমা মুক্তি পায়, সিনেমাটার নাম পিচ ব্লাক। বিখ্যাত অভিনেতা ভিন ডিজেল সিনেমাটার নায়ক (বন্দী নীল মানব); সিনেমাটি ডাউনলোড করে দেখুন এবং এরপরে মিলিয়ে নিন। অথবা Pitch Black: Fight Evil With Evil, by Frank Lauria বইটাও পড়ে দেখতে পারেন।

যাইহোক, প্রয়োজনে এরকম আরো আট দশটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হচ্ছে, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের বইটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গল্পটি যে আসলে বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে, এরকম কোন কথাবার্তা খুঁজে পেলাম না।"

উপরে দু'জন গুরুর প্লাজারিজম (নকলবাজি) সম্পর্কে তাদের দুই গোত্রীয় লোকের লেখাই তুলে ধরা হলো।

সম্প্রতি, আরো দুই শাহাবাগী, সামিয়া রহমান আর মারজান সাহেবের নকলবাজি ধরা পড়েছে।

মিশেল ফু'কোর লেখাকে হুবহু নকল করে চালিয়ে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে শিকাগো ইউনিভারসিটি প্রেস।

ঘটনা শুনে পুরোনো গল্পও মনে পড়ে গেলো।

সুকান্তের ঢঙে বলি-

'শাহবাগ যেন নকলবাজদের আঁতুড়ঘর'।

এক যুবকের “তোমরা যারা জাফর ইকবালকে পছন্দ করো"

লেখকঃ তানভির আহমেদ আরজেল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

●► স্যার আমি জানি আমার এই লেখা হয়তো আপনার কাছে পৌঁছবেনা, পৌঁছলেও হয়তো পড়ে দেখার সময় আপনার হবে না। তারপরেও লিখলাম যেন আপনার অন্ধ অনুসারীরা আপনাকে অনুসরণ করার আগে,আপনার কথাগুলো, আপনার চিন্তাগুলো মেনে নেয়ার আগে একটু চিন্তা করেন।

●► স্যার প্রথমেই বলে রাখি আমি কোন শিবির কর্মী না বা জামাতের কেউ না। তারপরেও আপনার "তোমরা যারা শিবির করো (http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-12-07/news/311175) " লেখাটির উত্তর দিতে বসলাম কারণ আপনার এই লেখার কিছু কিছু বিষয় এতই নিচু মানের মূর্খের মতো মনে হয়েছে যে একজন রিক্সাওয়ালাও আপনার চেয়ে এই বিষয়গুলোতে ভালো বুঝে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি ছাত্র শিবিরের ছেলেদের নিয়ে অনেক হতাশার কথা প্রকাশ করেছেন অনেকটা লোক দেখানো কপট ভালোবাসার মত। হয়তো অনেকেই আপনার এই কপট চরিত্রটি বুঝে উঠতে পারবেনা কারণ

আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ধূর্ত অমানুষ (অমানুষ বললাম কারণ যে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনেনা আমি তাঁকে অমানুষই বলি)।

●►ছাত্র শিবিরের ছেলেদের নিয়ে আপনার যে হতাশা তা কিন্তু এই জন্যে নয় যে তারা যুদ্ধাপরাধী জামাতের আনুগত্য মেনে নিয়েছে বরং তারা যে ইসলামকে পছন্দ করে বা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে চায় এই জন্যেই আপনার এত হতাশা। কারণ আমি কোনদিন আপনাকে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের ছেলেদের নিয়ে আক্ষেপ করতে দেখিনাই কারণ তারা সন্ত্রাসী করুক,চাঁদাবাজি করুক আর ধর্ষণের সেঞ্চুরি করুক বা আর যাই করুক না কেন অন্তত তারা মৌলবাদী না, তারা ইসলাম মানেনা। তারা ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মহরা আর মেয়েদের ওড়না টেনে নিয়ে গেলেও আপনি তাঁদের নিয়ে অনেক আশাবাদী ,আপনি তাঁদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন কারণ তারা আর যাই করুক না কেন তারা অন্তত ইসলামের ধার ধারেনা, নৈতিকতার ধার ধারেনা। আমি ভালো করেই জানি আপনার কাছে ছাত্র শিবির, হিযবুত তাহরীর বা তাবলীগ, এমনকি কোন দল না করা ইসলামপন্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামপন্থী সবাই আপনার কাছে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, সেকেলে এবং উগ্রবাদী। আপনার যত হতাশা সকল ইসলামপন্তী ছেলেমেয়েদের নিয়েই। আপনার এই চরিত্রটা এখন আর কোন সচেতন মানুষের অজানা নয়। আপনি নিজেকে খুব মুক্তমনা দাবী করেন করেন কিন্তু আপনি নিজেকে নিয়ে কখনো একবার ভেবে দেখেননি যে আপনি কত বড় সঙ্কীর্নমনা, কত বড় সেকেলে।

●►আপনি আপনার লেখায় লিখেছেন যে ছেলেমেয়েরা যেন এই তরুণ

বয়সে এইসব ধর্ম কর্ম বাদ দিয়ে মুক্তমনা হয়, অসাপ্রদায়িক হয়, রবীন্দ্রসংগীত শোনে আরও কত কি? তবে সবচেয়ে ভয়াবহ যেটা বলছেন সেটা হল আপনি চান এই বয়সে তরুণ ও যুবক ছেলেরা মেয়েদের সাথে প্রেম করবে!! ঘুরে বেড়াবে!!আড্ডা দিবে এবং মাঝে মাঝে সইতে না পেরে লিটনের ফ্লাটে যাবে। স্যার এবার আপনাকে কিছু কড়া কথা বলবো। স্যার আপনি যেমন মুক্তিযুদ্ধের সকল হত্যাকাণ্ডের জন্যে জামাত ও ছাত্রসংগকে দায়ী করেন ঠিক এমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী বাংলাদেশে যতগুলো ধর্ষণ হয়েছে, বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা যতগুলো মেয়ের সেক্স ভিডিও বের হয়েছে, যতগুলো ছেলেমেয়ে প্রেমঘটিত বিষয়ে আত্মহত্যা করেছে, এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে তার সবগুলোর জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনি, আপনার মত পরগাছা বুদ্ধিজীবিরা আর আপনার এবং অশ্লীলতার প্রচারক প্রথম আলো গংরা। কারণ আপনি, আপনার মত কুবুদ্ধিজীবিরা এবং প্রথম আলো গংরা এইসব মতবাদ ও অশ্লীলতার ধারক, বাহক এবং প্রচারক। স্যার আমার খুব জানতে মন চায় আপনার মেয়ে যদি কোন ছেলের সাথে প্রেম করে সেক্স করে তারপর ছেলেটি সেই সেক্স ভিডিও বাজারে ছেড়ে দেয় তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? আমি জানি আপনি বলবেন প্রেম করাটা, প্রেম করে সেক্স করাটা কোন অপরাধ নয় কিন্তু ভিডিও করাটা, তারপর প্রেম ভেঙ্গে গেলেই সেই ভিডিও বাজারজাত করাটা অন্যায়, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। এমনকি আপনি তখন আপনার মেয়ের সাফাই গাইতেও ভুলবেন না, বলবেন আপনার মেয়ে কোন ভুল করেনি, আপনার মেয়ে ছেলেটিকে বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস করে ভালোবেসে বিছানায় গিয়েছে।

●►স্যার আপনাদের মত জাফর ইকবালদের কারণেই আজকের এই

পৃথিবীতে এত অশান্তি, এত সন্ত্রাস, এত চাঁদাবাজি, এত নোংরামি। আপনাদের মতো জাফর ইকবালদের কারণেই এই পৃথিবীটা সুস্থ মানুষদের জন্যে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। আপনাদের মত জাফর ইকাবালদের কারণেই পৃথিবীটা অনৈতিকতায় ভরে গেছে, আপনাদের মত জাফর ইকবালদের কারণেই একজন মা তার মেয়েকে বাহিরে পাঠিয়ে শঙ্কিত থাকে কখন না জানি তার মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয় কারণ আপনাদের মত জাফর ইকবালরা ধর্ষণ মতবাদের প্রচারক, নৈতিকতাহীন মতবাদের প্রচারক। স্যার মনে করিয়েন না আপনাদের এইসব কর্মের জন্যে কোন হিসেব বা জবাবদিহিতা করতে হবে না। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি দিয়ে এই পৃথিবীর কাঠগড়া পাড়ি দিতে পারলেও আখিরাতের কাঠগড়া কখনোই পাড়ি দিতে পারবেন না যতদিন না বেঁচে থাকতে এইসব কাজের জন্যে তওবা করে পরম করুণাময়ের পথে ফিরে আসেন। স্যার শেষ করার আগে আপনার সাথে সুর মিলিয়ে আমিও কিছু কথা বলতে চাই-

●▶“কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে এই ছোট্ট জীবনে সবচেয়ে বিচিত্র, সবচেয়ে অবিশ্বাস কি দেখেছ আমি অবশ্যই বলবো জাফর ইকাবালদের দেখেছি, দেখেছি তাঁদের অনুসারীদের। তার কারণ, যে জীবনটি হচ্ছে একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র, রবের ইবাদত করে কাটানোর সময় সেই সময়ে তারা কি করে সেই রবের অকৃতজ্ঞতায় কাটায়, ইসলাম বিরোধিতায় কাটায়। যে সময়টাতে তাঁদের হাতে থাকার কথা আল কোরআন, আল হাদিস, আল্লাহ্ রাসুলের জীবনী সেই সময়টাতে কি করে তারা রাসেল, আরজ আলী মাতাব্বর আর নৈতিকতাহীন প্রেমের উপন্যাস পড়ে কাটায়। আমি স্বপ্ন দেখি একদিন জাফর ইকবালদের হাতে, তাঁদের অনুসারীদের

হাতে এইসব বইয়ের পরিবর্তে থাকবে আল কোরআন, আল হাদিস আর আল্লাহ্ রাসুলের জীবনী। আমার সেই স্বপ্ন যেন আল্লাহ্ তায়ালা বাস্তবে পরিণত করেন এই দোয়া রেখেই আমার এই লেখা শেষ করছি।” তবে শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উদৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ-

“আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা আদৌ দেয়াই না হতো এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতই না ভালো হতো। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আজ আমার অর্থ সম্পদও কোন কাজে আসলো না। আমার সকল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিও বরবাদ হয়ে গেল।”

– [সুরা আল হাক্কাহঃ ২৫-২৯]

[০৭-১২-২০১২ এর লেখা। এটি লেখার কারণে তানভির আহমাদ আরজেল ভাইকে ছাত্রলীগ কর্মীরা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে পিটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে বের করে দিয়েছিল।]

●►বিঃদ্রঃ আমার ইসলাম প্রিয় ভাইদেরকে বলবো যদি খুব বেশী সমস্যা না হয় তাহলে এই লেখাটি শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ আমি চাই সকল জাফর ইকবাল প্রেমীদের কাছে যেন এই লেখাটা পৌঁছে, তারা যেন একটু নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়াস পায়।

কবিতাঃ

“কিন্তু”

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওরফে “জাফর ইকবালের কলামঃ তোমরা যারা” পেইজ এডমিন

================

জাফর ইকবাল তো একদা একটা,
করিল ভীষণ পণ।
স্বদেশের তরে যে করেই হোক,
রাখিবে সে জীবন।

সকলে বলিল- আহা হা হা! করো কি, করো কি ইকবাল?
জাফর বলিল, বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?

আমি না করিলে আর কে করিবে,
উদ্ধার এই দেশ?

তখন সকলে বলিল,
বাহবা ইকবাল, বাহবা, বাহবা বেশ!

৭১ এ যুদ্ধ লাগিল,
মরিল মানুষ যেবা।
সকলে বলিল যাওনা জাফর,
করনা লোকের সেবা!

জাফর বলিল, দেশের জন্য

জীবনটা যদি দি-ই।

নাহয় দিলাম "কিন্তু" অভাগা,

দেশের হইবে কি?

বাঁচাটা আমার অতি দরকার,
যায় কি সেটা বলা?
তাই তো যুদ্ধে বেছে নিয়েছি,
আমি গর্তের তলা!

কিছু একটা করিবে ইকবাল,

স্থির করিল মন।
খুব খেটে সে তৈয়ার করিল,
চেতনার সেই ড্রোন!

সাজিয়া গেল সে দেশপ্রেমিক আর,
মহা জ্ঞানী ইকবাল।
সকলে বলিল, ভ্যালা রে ইকবাল,
বেঁচে থাক চিরকাল!

একটি ঐতিহাসিক ছবি

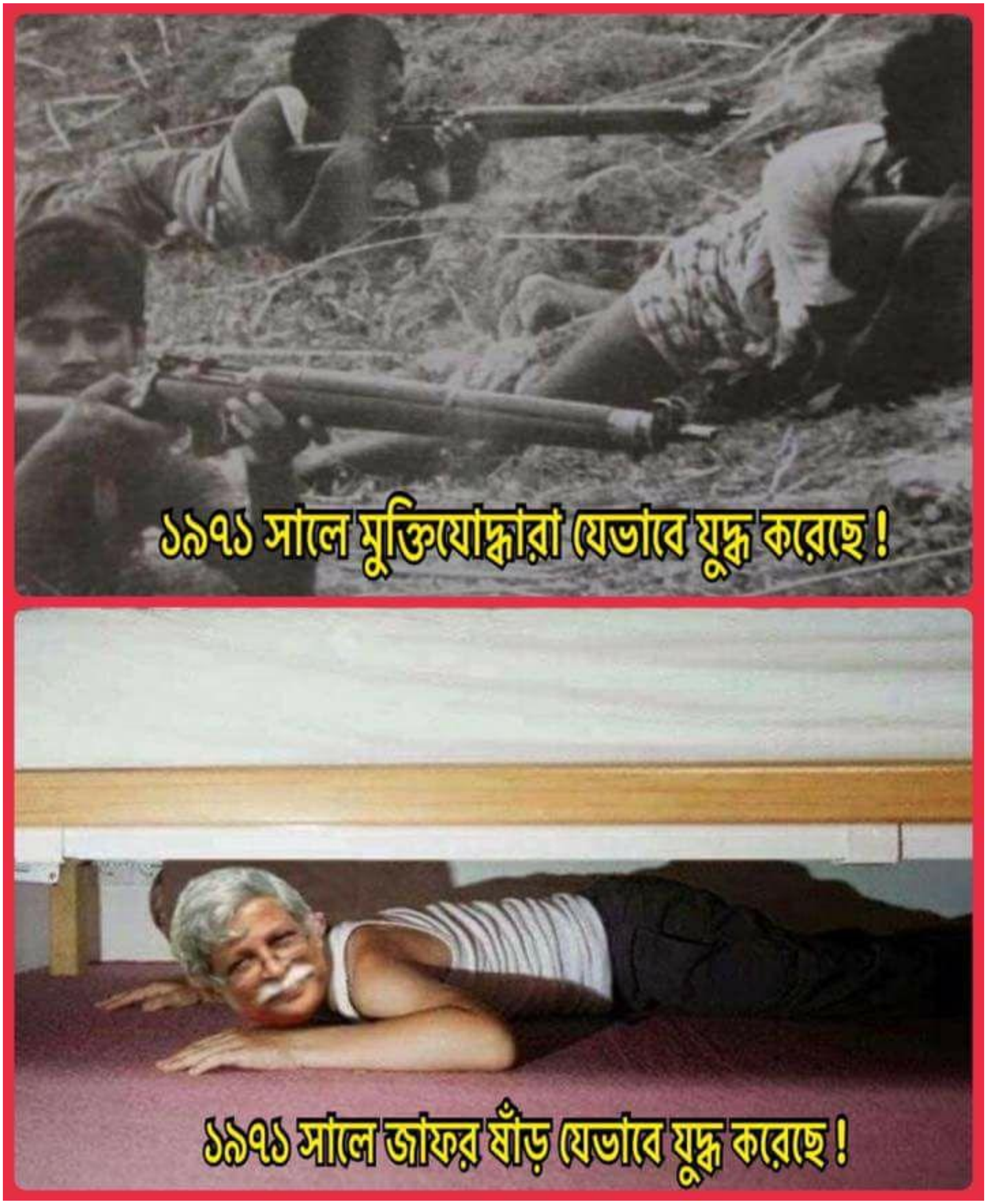
১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে যুদ্ধ করেছে !
১৯৭১ সালে জাফর ষাঁড় যেভাবে যুদ্ধ করেছে !